ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 July, 2023 ■ আগরতলা ১৭ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ৩১ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সোনিয়া-মমতা-সীতারাম এক টেবিলে

আজ ২০ বিরোধী দলের ২ দিনের বৈঠক ব্যাঙ্গালুরুতে

নয়াদিল্লি।। ১৬ জুলাই।। পাটনায় সফল বৈঠকের পরে ২০টি বিরোধী দল আগামীকাল ২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের জন্য নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকে পরাস্ত করার জন্য ইস্যুগুলি চূড়ান্ত ও দৃঢ় করার জন্য এবং রোডম্যাপ চূড়ান্ত করতে দুই দিনের জন্য ব্যাঙ্গালুরুতে আবার বৈঠক করবে।

শারদ পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপি ক্ষয় হয়ে যাওয়ার পর বিজেপি ইউপিএ অংশীদারদের বিভক্ত করার চেষ্টা করছে বলে বৈঠকটি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে, কংগ্রেস পার্টি কর্ণাটকে ব্যাপক জয় এবং মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান ও মিজোরামে সম্ভাব্য জয়ের সাথে তার অংশীদারদের মধ্যে

।। অভিজিত রায়চৌধুরী।।

ধীরে ধীরে তার অবস্থানকে দৃঢ় করছে।

যদিও বৈঠকের জন্য কোনও এজেন্ডা নির্ধারণ করা হয়নি। তবে প্রস্তাবিত বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং কেন্দ্রে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কীভাবে সাধারণ এজেন্ডা তৈরি করা যায় তা আলোচনা হবে ব্যাঙ্গালুরুর বৈঠকে যোগদানকারী এক সিনিয়র নেতা জানিয়েছেন।

মজার বিষয় হল, ইভিএমের বিষয়টিও আলোচনা করা হবে। কারণ অনেক বিরোধী দল মনে করে যে আমরা ইভিএমকে বিশ্বাস করতে পারি না কারণ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কিছু উপায় বের করতে হবে।

কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীও এই বৈঠকে যোগ দেবেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজারিওয়াল, প্রাক্তন আরজেডি সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদব, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পদের চেয়েও জাতির অধিকার বড়

প্ল্যানারি বৈঠকে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা প্রদ্যোতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। পার্টিতে আমার কোন পদ চাইনা। নয়া চেয়ারম্যান হলেন বিজয় রাখংল। আমি শুধু দিল্লিতে মোদীজি , অমিতজি, রাহুলজী সঙ্গে দেখা করে ত্রিপ্রাসার অধিকার আদায়ের লড়াই চালিয়ে যাব। এভাবেই দলের সংবিধান সংশোধনী এনে প্রকাশ্যে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন ত্রিপুরা মাথার সুপ্রিম প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চেয়েছেন দলের পদের চেয়েও জাতির অধিকার রক্ষার বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। মথার দুদিনের প্লেনারী বৈঠকের শেষ দিন ই বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন গ্রেটার তিপ্রা ল্যান্ডের দাবি আদায়ের জন্য জোরদার আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে। ভারত সরকারকে চাপে রাখতে হবে এই দাবি আদায়ের জন্য। তিনি বলেন গ্রেটার তিপ্রা ল্যান্ড এর জন্য বিজেপি সঙ্গে কোন ধরনের সমঝোতা করবে না দল। একই সঙ্গে তিনি ভিলেজ কমিটির নির্বাচনের জন্য কর্মীদের তৈরি থাকতে নির্দেশ দিলে। বলেন কোনভাবেই যাতে নির্বাচন হবে না ভেবে কর্মীরা মনোবল না ভাঙ্গেন। এডিসির সিএম থেকে শুরু করে প্রত্যেক এমডিসির উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন প্রয়োজনে রাজ্যপালের কাছে গিয়ে পদত্যাগ পত্র জমা দিতে হবে না হলে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন করতে হবে। এই আওয়াজ তুলতে হবে। প্রতিটি কর্মীর কাছে তার আহ্বান ভাষা ধর্ম জাতি নিয়ে কেউ যাতে তিপ্রাসাকে ভাঙতে না পারে। তিপ্রাসাকে ভাঙ্গা মানে মথাকে ভাঙ্গা। মনে রাখতে হবে দলের চেয়েও জাতি বড়। তাই জাতির উপর কোন ধরনের আঘাত হানতে দেবে না মাথা তা ও স্পষ্ট করে এদিন জানিয়ে দিলেন প্রদ্যুৎ। প্লেনারি সেশন থেকেই দলের তৃণমূল থেকে শীর্ষ স্তর পর্যন্ত রদ বদলের কথাও জানিয়ে

দিলেন তিনি। এও বলেন এবার দলের প্রতিটি লেভেল কে দায়িত্ব নেবে তা নির্ধারণ করবে স্থানীয় নেতৃত্ব। এর জন্য কোন অবজারভার রাখা হবে না। ব্লক জোনাল ডিস্টিক পড়ে স্টেট লেভেল কমিটি নামের তালিকা এসে পৌছবে দলের প্রেসিডেন্ট এর কাছে। এরপর দলের শীর্ষ নেতৃত্ব নেতা নির্ধারণ করবেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ করতে হবে। এরপরেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আন্দোলনে। ঠিক এভাবেই দলীয় কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে সব ধরনের দাওয়াই দিলেন প্রদ্যুৎ। তিনি এও বলেন আটটি জনালে মাথার পার্টি অফিস হতে হবে। তাও জমি কিনে। প্রতিটি পার্টি অফিসের জন্য তিনি পাঁচ লাখ টাকা করে দেবেন। কারোর কাছ থেকে সাহায্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাবা-মা থেকেও অনাথ রাজদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। পাষণ্ড পিতা ও মায়ের কারণে বাচ্চার স্থান হচ্ছে এখন অনাথ আশ্রমে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে আজ থেকে পাঁচ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল গোবিন্দ দাস ও সঞ্জনা দেবের। বিয়ের পর থেকেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে সৃষ্টি হয় ঝামেলার। তার মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে তাদের ছেলে রাজদীপ। তারপর থেকেই আলাদাভাবে থাকছেন গোবিন্দ দাস ও সঞ্জনা দেব।।আর তাদের পুত্র সন্তান থাকত সঞ্জনার মা তথা রাজদীপের দিদা শিখা দেবের বাড়িতে। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে শিখা দেব বাচ্চাটিকে লালন পালন করলেও এখন আর দায়িত্ব নিতে পারছে না। তিনি বাচ্চাটির ভবিষ্যতের জন্য বাচ্চাকে যাতে তার মা বাবা দায়িত্ব নেয় সে বিষয়ে তার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জয়নগরে ফের চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। আবারো চুরির ঘটনা সাউথ জয়নগর এলাকায়। জানা যায় এলাকার বাসিন্দা নির্মল দাস গতকাল সন্ধ্যা রাতে তার স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে যান।। ওই সময় তার বাড়িটি ছিল খালি।। রবিবার সকালে পাশের বাড়ির লোকজন নির্মল দাসের গেট এবং দরজা খোলা দেখতে পেয়ে বিষয়টি সন্দেহ করেন। তারা বাড়িতে প্রবেশ করে চুরির বিষয়টি দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মালিক নির্মল দাসকে খবর দেন।। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে ছুটে আসে বাড়ির মালিক নির্মল দাস এবং চুরির বিষয়টি দেখতে পেয়ে হতভঙ্গ হয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় এডি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর নিয়ে দেশ-ব্যাপী শৌর্যযাত্রা করবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। শীঘ্র দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউনিফর্ম সিভিল কোড - ইউসিসি) কার্যকর করা উচিত, বলেছেন বিশ্বহিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি অলোক কুমার। এছাড়া তিনি মণিপুরে প্রাথমিক অগ্রাধিকারের বলে শান্তি ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেন। বলেছেন, মণিপুরে দ্রুত বাড়ছে খ্রিষ্টানদের জনসংখ্যা। তাই ধর্মান্তরণ রোধে কড়া আইন প্রণয়নের দাবি তুলেছেন তাঁরা।

৩১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর

গতকাল শনি ও আজ রবিবার দুদিন ব্যাপী বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-এর দক্ষিণপূর্ব প্রান্ত যোজনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে আগরতলার খয়েরপুরে অবস্থিত সেবাধামে। বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন ভিএইচপি-র কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি আইনজীবী অলোক কুমার। যোজনা বৈঠক শেষে রবিবার বিকেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নানা বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন।

অলোক কুমার বলেন, সংবিধানের ৪৪ ধারা অনুচ্ছেদে সমস্ত ভারত জুড়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কর্তৃক নাগরিকদের জন্য সমান নাগরিক সমতা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটা সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। কেন্দ্রীয় সরকারের সুপারিশে লো কমিশন এ জন্য ভাবনাচিন্তা করছে। তিনি বলেন, 'আমরা চাই তা যেন শীঘ্র সম্পন্ন হয়। তব অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তন করার আগে সকলের মতামত নেওয়া প্রয়োজন।'

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি অলোক কুমার আরও বলেন, ভিএইচপি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টাউন বড়দোয়ালী মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত যোগদান সভায় প্রায় ১৩০০ ভোটার বিভিন্ন দল ছেড়ে বিজেপি দলে যোগ দেন। তাদের দলে বরন করে নেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

এডিসিতে গরীব ও জুমিয়া কল্যাণে কোন কাজ হচ্ছে না ঃ রাধাচরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। এডিসি প্রশাসন রাজ্যের গরীব ও জুমিয়া পরিবারের কল্যানে কোন কাজ করছে না বলে অভিযোগ করেছেন সি পি (আই) এম এর উপজাতি সংগঠন জি এম পি নেতা এবং এ ডি সি-র প্রাক্তন মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধা চরন দেববর্মা।

আজ সি পি এম রাজ্য দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন, প্রায় আড়াই বছর হয়েছে এ ডি সিতে তিপরা মথা দলের প্রশাসন হয়েছে। কিন্তু মাথাভারি এক প্রশাসন কায়েম হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

তিনি বলেন , এডিসি প্রশাসনে অন্তত পাঁচ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছে।

তাদের জন্য মাসিক বেতন ভাতা, গাড়ি বরাদ্দ বাবদ প্রচুর টাকা খরচ হচ্ছে । এডিসির জোনাল, সাবজোনালগুলোতেও চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, অতিরিক্ত চেয়ারম্যান উপ চেয়ারম্যানের নামে একাধীক কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। কাস্টমার ল চালু করার দাবি জানান তিনি।বলেন এডিসি প্রশাসন থেকে গত ৪-৫ মাসে যারা অবসর নিয়েছেন বা যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের পেনশন মিলছে না, গ্র্যাচুইটর টাকা, লিভ সেলারি, জি পিএফ এর টাকা মিলছে না। তিনি

আরও বলেন,প্রায় ১৫ হাজার জুমিয়া পরিবারের জুম চাষে এডিসি প্রশাসন থেকে বামফ্রন্ট আমলে যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হতো, তা হচ্ছে না।

এম জি এন রেগার কাজও কমেছে।

এ ডি সি এলাকার গরীব জনগন আর্থিক অসুবিধায় রয়েছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন ও এ ডি সি র বর্তমান প্রশাসন জনগনের কল্যানে বেকারদের স্বার্থে কাজ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এডিসির প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সদস্য রাজেন্দ্র রিয়াং, প্রাক্তন এম ডি সি কুমুদ দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

একাধিক সমস্যায় জর্জরিত লক্ষীছড়া রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। বিদ্যালয়ে না না সমস্যার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনে ব্যাঘাত হচ্ছে ।গোলাঘাটি বিধানসভার কাঞ্চনমালাস্থিত লক্ষীছড়া রামকৃষ্ণ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে একাধিক সমস্যায় জর্জরিত ।সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের কোনো হেলদোল নেই। এই লক্ষীছড়া রামকৃষ্ণ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কয়েকটি ক্লাসের পাখা অনেক দিন ধরে চলছে না। যার ফলে গরমের মধ্যেই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে হচ্ছে, । রয়েছে বেঞ্চের সমস্যা। বিদ্যালয়ে প্রত্যেকটি ক্লাসের বেঞ্চ কম থাকার কারণে এক একটি বেঞ্চে তিনজন করে বসতে হচ্ছে। যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাছাড়াও এই বিদ্যালয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ছাত্র-ছাত্রীরা মিড ডে মিলের খাবারের জন্য কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই। যার ফলে ছাত্রছাত্রীরা ঘরের পেছনে সহ বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই খাবার খেতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই সমস্যা চলছে বিদ্যালয়টিতে। এই সমস্যাগুলির সমাধানে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে একাধিকবার জানানো হলেও সমস্যার সমাধানে কোন উদ্যোগ নেই শিক্ষা দপ্তরের। তাই বিদ্যালয়ের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরকীয়া প্রেমে ভাঙলো সংসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। পরকীয়া প্রেম একটি সুন্দর সাজানো সংসার মুহূর্তের মধ্যেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে পারে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ঠিক একই ভাবে পরকীয়া প্রেমের জেরে একটি সুন্দর সাজানো সংসার আজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।গত ২০১৬ সালে কমলা সাগর বিধানসভার রাস্তার মাতা হরিশ নগর এলাকার ললিত দেবনাথ এর ছেলে পিন্টু দেবনাথ একই বিধানসভা এলাকার কোনাবণ হরিহর দোলা এলাকার মৃত নিমাই দেবনাথ এর মেয়ে মৌসুমী দেবনাথকে সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে বিয়ে করে। বিয়ের পর থেকেই মৌসুমী দেবনাথ অন্য এক ছেলের সাথে পরকীয়া প্রেমে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। স্বামী পিন্টু দেবনাথ এর অবর্তমানে ওই ছেলেটি মৌসুমীর দেবনাথ এর সাথে ফষ্টিনষ্টি করার জন্যও আসতো। পিন্টু দেবনাথ তার নিজের স্ত্রীকে এই পথ থেকে ফিরে আসতে অনেকবার বুঝানোর চেষ্টাও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজস্থানের কোটায় মেয়ের কোচিংয়ে ভর্তি নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন অটোচালক পিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। ইচ্ছা শক্তির কাছে স্বপ্ন পূরণ করা নিশ্চিত সম্ভব। ইচ্ছা থাকলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। কোন বাধাই স্বপ্ন পূরণ ঠেকাতে পারে না। এমনি একটি ঘটনা ধলাই জেলার প্রত্যন্ত গন্ডাছড়া মহকুমার নারায়নপুর এডিসি ভিলেজের মগ পাড়ার বাসিন্দা তথা অটোচালক মঙ্গল মগের পরিবারে। তার চার মেয়ে এক ছেলে সহ তাদের সাতজনের পরিবার। ছোট মেয়ে সোনা উং মগ ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রচলিত ২০২৩ ইং সনের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি বিদ্যাভবন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে ৩৬২ নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। এরপর রাজস্থানের কোটায় কোচিংয়ে ভর্তির জন্য গত জুন মাসে সুপার থার্টি পরীক্ষায় বসে। সুপার থার্টি পরীক্ষায় মহকুমা এলাকার ১৪ জন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একমাত্র সে চান্স পায়। এই খবরে তার স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে আত্মীয়-স্বজন, এলাকাবাসীদের মধ্যে আনন্দ উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে। মেয়ের এই ভালো ফলাফলে মা নিউ চাং মগ চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি। তিনি জানান তার এক মেয়ে আগরতলায় অংক অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করছে, আর এক মেয়ে নবোদয়, একমাত্র ছেলে গন্ডাছড়া সেন্ট আর্নল্ড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াশোনা করছে। তাদের পড়াশোনার খরচ চালাতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এখন আবার ছোট মেয়েকে কিভাবে রাজস্থান পাঠাবে তা ভেবে পাচ্ছে না। যদিও সরকারি খরচে সেখানে পড়াশোনা করবে। কিন্তু তার আসা যাওয়ার খরচ কিভাবে জোগাড় করবে এই নিয়ে তার মা বাবা চিন্তায় আছেন। তার বাবা মঙ্গল মগ একজন অটো চালক। অটো চালিয়ে যে টাকা রোজগার করে তা দিয়ে কোনক্রমে সংসার চলে। এর উপর ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার খরচ জোগাড় করা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে। এমত অবস্থায় বাড়ির জায়গার কাগজপত্র দিয়ে লোনের জন্য ব্যাংকের দরজায় দরজায় ঘুরেও লোন পাচ্ছে না। ব্যাংক থেকে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয় সরকারি কর্মচারীর গ্যারান্টার ছাড়া লোন দেওয়া যাবে না। হতদরিদ্র জনজাতি এই পরিবারটি একপ্রকার অসহায় হয়ে পড়ে। কোথায় গেলে যে লোন পাবে তা ভেবে পাচ্ছেন না। মা নিউ চাং মগ আরো জানান কিভাবে যে তাদের সংসার চলে কেউ জানে না, একমাত্র ভগবান জানে। এত অভাবের মাঝেও মা তার মেধাবী সন্তানদের সাহস জুগিয়ে যাচ্ছেন। আর বলছেন তোমরা ভাল করে পড়াশুনা কর, আমি রক্ত বেঁচে হলেও পড়াশোনার খরচ চালিয়ে যাব। এখন দেখার এই অসহায় জনজাতি পরিবারের মেধাবী ছেলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য লোনের ব্যবস্থা হয় কিনা তার দিকে তাকিয়ে আছেন গোটা পরিবারের লোকজন।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৭৩ ▫ ১৭ জুলাই ২০২৩ইং ▫ ৩১ আষাঢ় ▫ সোমবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

ভারতীয় মুদ্রায় ব্যবসা করতে চায় বহু দেশ

চিনা ঋণের ফাঁদে পড়িয়া বিপর্যস্ত বহু দেশ। আফ্রিকা থেকে শুরু করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রতিবেশী, সবাই পড়িয়াছে এই একই সমস্যায়। আর সেই তালিকায় রহিয়াছে শ্রীলংকাও। বিশেষজ্ঞদের মতে, শ্রীলংকার আর্থিক ভরাডুবির জন্য অনেকাংশে দায়ী চিন। এমতাবস্থায় শ্রীলংকা, ভারতের মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাইতে। তারই মধ্যে খবর, এবার শ্রীলংকা তাহাদের লেনদেনের জন্য ব্যবহার করিবে ভারতীয় রুপি।বিশ্ব জুড়িয়াই ডলারের আধিপত্যের ওপর প্রশ্নচিহ্ন জুড়িয়া গিয়াছে। বহু দেশ ডলার থেকে অন্য কারেন্সিতে সরিয়া আসিতে চাইছে। সেখানে ডলারের মূখ্য প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে ভারতের রুপি এবং চিনেথ ইউয়ান। এক্ষেত্রে চিনের ঙ্গত্রত্নষ্ঠন্খদ্ম ঞ্চদ্রহ্ত্বা-এর কারণে চিনকে বিশ্বের প্রায় কোনো দেশই সেভাবে বিশ্বাস করিতে না পারায় ভারতীয় রুপির কদর বাড়িয়াছে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে। বহুদেশ গুদ্রন্ষ্ঠদ্র এবং ঋদ্রন্ষ্ঠদ্র অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে রুপিতে নিজেদের ব্যবসা চালাইতেছে।রুপির সাফল্যের সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়া এবার ভারতের রুপি ব্যবহারেরর ইচ্ছে প্রকাশ করিয়াছে শ্রীলঙ্কাও। শ্রীলংকান সরকার এতদিন ভারতীয় মুদ্রার ব্যবহার করিয়া আসিলেও, এবার তাহা আরও বাড়াইবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। এমনকি, ভবিষ্যতে দুই দেশই অভিন্ন মুদ্রা চলার বিষয়টিও উড়াইয়া দিতেছে না কলম্বো। সেই সম্পর্কে বলিতে গিয়া প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমসিঙ্ঘে বলেন, "ভবিষ্যতে অভিন্ন মুদ্রা হিসাবে ভারতীয় টাকা ব্যবহারের সম্ভাবনা আমরা খারিজ করিয়া দিতেছি না।তিনি তাহার বয়ানে বলিয়াছেন, "ভারতীয় মুদ্রার অভিন্ন ব্যবহারের প্রসঙ্গে আমাদের তরফে কোনও আপত্তি নাই।" এদিকে চলতি মাসেই রনিল বিক্রমসিঙ্ঘে ভারত সফরে আসিতে পারেন। তাহার আগে এমন বয়ানের কারণে বিষয়টিকে বেশ 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলিয়াই মনে করিতেছেন অনেকে। তবে এই প্রথম নয়, এর আগে সেদেশের বিদেশমন্ত্রীও ডলার কমাইয়া ভারতীয় মুদ্রার ব্যবহার বাড়ানোর প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলেন।'আসলে যেখানে চিন বিভিন্ন দেশকে ঋণের ফাঁদে ফাসাইতেছে সেখানে ভারত তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য এগিয়ে আসিয়াছে। একটা সময় তাই চিনকে বিক্রমশালী মনে হইলেও বর্তমানে চিনা ড্রাগনের দাপট কমিয়াছে বহুখানি। দেউলিয়া শ্রীলংকাকে ৩২ হাজার কোটি টাকার আর্থিক সাহায্য দেয় ভারত। সেই নিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেও ভোলেননি রনিল বিক্রমসিঙ্ঘে। আসন্ন সফরে ভারতের সাথে সহযোগিতা বাড়ানোই আসল লক্ষ্য থাকিবে তাহার।

আজ থেকে ৮০ টাকা কেজিতে টমেটো বিক্রি করবে কেন্দ্রীয় সরকার

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি.স.): আজ থেকে দেশের ৫০০ স্থানে ৮০ টাকা কেজিতে বিক্রি করবে টমেটো কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্র বলছে যে প্রতি কেজি ৯০ টাকা ভর্তুকি দরে টমেটো বিক্রি করায় পরিস্থিতির উন্নতি করেছে। এতে টমেটোর পাইকারি দাম কমেছে। ভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন মন্ত্রকের মতে, সরকার ভোক্তাদের ত্রাণ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মন্ত্রক বলেছে যে সারা দেশে ৫০০ টিরও বেশি জায়গায় পুনঃমূল্যায়নের ভিত্তিতে, আজ থেকে টমেটো প্রতি কেজি ৮০ টাকায় বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ থেকে দিল্লি, নয়ডা, লখনউ, কানপুর, বারাণসী, পাটনা, মুজাফফরপুর এবং আরার একাধিক স্থানে এনএএফইডি এবং এনসিসিএফ-এর মাধ্যমে বিক্রি শুরু হয়েছে। প্রচলিত বাজার মূল্যের ভিত্তিতে আগামীকাল থেকে এটি আরও শহরে সম্প্রসারিত হবে।

নাগাল্যান্ড বিধানসভায় ইউসিসি পাস হলে বিধায়কদের আবাস পোড়ানোর হুমকি, গ্রেফতার পাঁচ

ডিমাপুর (অসম), ১৬ জুলাই (হি.স.) : অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউনিফর্ম সিভিল কোড সংক্ষেপে ইউসিসি) যদি নাগাল্যান্ড বিধানসভায় পাস হয়, তা-হলে রাজ্যের যে ৬০ বিধায়ক আছেন তাঁদের সরকারি আবাস পোড়ানোর হুমকি দিয়েছিল স্বঘোষিত একটি সংগঠন। এ ধরনের হুমকি প্রদানের অভিযোগে ডিমাপুরে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের শীর্ষ পাঁচ পদাধিকারিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

ডিমাপুরে নাগাল্যান্ড পুলিশের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক এ খবর দিয়ে জানান, ডিমাপুর পূর্ব থানায় দায়েরকৃত মামলার ভিত্তিতে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি বলেন, গত ৩০ জুন স্বঘোষিত 'নাগাল্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি, পাবলিক রাইটসঅ্যাডভোকেসি অ্যান্ড ডাইরেক্ট অ্যাকশন অর্গানাইজেশন' (এনটিপিআরএডিও) নামের 'আনরেজিস্টার্ড' এক সংগঠন হুমকি সংবলিত এক ফতোয়া জারি করেছিল। ফতোয়ায় বলা হয়েছে, ১৪-তম নাগাল্যান্ড অ্যাসেমব্লিতে ইউনিফর্ম সিভিল কোড-এর সমর্থনে বিল পাস করলে য়ে ৬০ জন বিধায়ক আছেন তাঁদের সমস্যায় পড়তে হবে, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হবে তাঁদের সরকারি আবাস। এই হুমকিবার্তা সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রায় সব বিধায়কের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তার পর রাজ্যের বিভিন্ন থানায় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন (ক্রিমিন্যাল ইন্টিমিডেশন), বিধায়কদের বিরুদ্ধে অপরাধ করার ষড়যন্ত্র (কন্সপিরেসি টু কমিট ক্রাইমস অ্যাগেনস্ট লেজিসলেচারস), সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করা এবং শান্তি ভঙ্গের হুমকি সংবলিত বেশ কয়েকটি ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ।

ওই মামলার ভিত্তিতে সংগঠনটির সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করতে পুলিশ অনুসন্ধান শুরু করে। তদন্ত অভিযানের পর ডিমাপুর পুলিশ মামলার সাথে জড়িত অভিযোগে সংগঠনের সভাপতি মাইকেল তুঙ্গো, সাধারণ সম্পাদক (পাবলিক পলিসি) ইকাতো ঝিমোমি, সাধারণ সম্পাদক অ্যালবার্ট কিরে, প্রধান উপদেষ্টা হাইথুং টি লোথা এবং রাজ্য কার্যনির্বাহী সদস্য তেমজেন মার আও সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মণিপুরের বিষ্ণুপুর-চূড়াচাঁদপুর সীমান্তে ফের বন্দুকযুদ্ধ, হতাহত নেই, খবর সূত্রের

ইমফল, ১৬ জুলাই (হি.স.) : মণিপুরের বিষ্ণুপুর-চূড়াচাঁদপুর সীমান্তবর্তী এলাকায় ফের বন্দুকযুদ্ধের খবর পাওয়া গেছে। তবে এ ঘটনায় কোনও হতাহতের খবরও পাওয়া যায়নি।

বিশেষ এক সূত্রের খবর, গতকাল শনিবার রাতে বিষ্ণুপুর-চূড়াচাঁদপুর সীমান্তবর্তী গ্রামে বেশ কিছুক্ষণ গোলাগুলির ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। মূলত বিষ্ণুপুর জেলার সীমান্তবর্তী তিনকাই খোলেনের কাছে এই সংঘর্ষ হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে সময়মতো নিরপত্তা বাহিনীর কড়া অবস্থানে কোনও প্রাণহানী বা ঘায়েলের মতো ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু এর পর সংলগ্ন তাংবুহ গ্রামে অগ্নিসংযোগের ঘটনা সংগঠিত করেছে কতিপয় দুষ্কৃতী।

এদিকে গত ১৫ জুলাই মহিলা বিক্ষোভকারীরা ইমফল পশ্চিমের সেকমাই গ্রামে কুকি-জো আদিবাসীর মালিকানাধীন এলপিজি সিলিন্ডারবাহী তিনটি ট্রাক পুড়িয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

জোড়াসাঁকোয় রবি দর্শন

সুব্রত মল্লিক

শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে কলকাতার বিখ্যাত হলুদ ট্যাক্সিতে চড়ে পুরোনো কলকাতার রাস্তা ধরে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছি। ছোটবেলা থেকে সাহিত্য, বেতার ও বাংলা চলচ্চিত্রের হাত ধরে কলকাতার সঙ্গে পরিচয়। আর এ পরিচয়ের পেছনে যে মানুষের অবদান সবচেয়ে বেশি, তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাই কলকাতায় নেমেই আমার গন্তব্য ছিল সেই বিখ্যাত ঠাকুরবাড়ি। পুরোনো কলকাতার কিছুটা জীর্ণ ছবি আমার কল্পনার কলকাতার সঙ্গে কেমন যেন এক বিরোধ বাধিয়ে দিতে চাইল। রাস্তার পাশে এখনো অনেক পুরোনো বাড়ির দেখা মেলে, কলকাতার রাজপথে ছুটে চলা পাবলিক বাসগুলো কেমন যেন বিবর্ণ মনে হলো। কল্পনা আর বাস্তবের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে খেতে আমরা পৌঁছে গেলাম জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ফটকের সামনে। ট্যাক্সিচালক আমাদের মূল রাস্তার পাশে ফটকের সামনে নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এখান থেকে কিছুটা হেঁটে গেলেই আপনারা ঠাকুরবাড়ি পৌঁছে যাবেন।' আমরা সরু রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি। এ রাস্তার দুপাশের জীর্ণতা যেন জানিয়ে দিতে চাইল, সময় সবার সমান নাহি যায়। অবশেষে আমি ও আমার সহকর্মী লাবণ্য সরকার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সামনে এসে হাজির হলাম। টিকিট কেটে ঠাকুরবাড়ির ভেতরে ঢুকে সিঁড়ির পাশে ব্যাগ রাখছি, সেটি দেখে এক ভদ্রমহিলা বললেন, 'দাদা, আপনারা নিশ্চয়ই বাংলাদেশ থেকে এসেছেন?' প্রত্যুত্তরে আমি বললাম, 'প্রাণের টানে কলকাতা শহরে নেমেই এখানে চলে এসেছি। রবি ঠাকুরের কর্মভূমি শিলাইদহের পাশেই থাকি, আজ জন্মভূমি দেখতে এলাম।' ভদ্রমহিলা স্মিত হাসি হেসে, বললেন, 'রবি ঠাকুর আসলেই আমাদের প্রাণের মানুষ।'

সিঁড়ির পাশে ব্যাগ রেখে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম বিখ্যাত বাড়িটির দোতলায় উঠতেই কেমন যেন নস্টালজিয়া এসে ভর করল। এই সেই বিখ্যাত বাড়ি, যে বাড়ি থেকে কত দিকপাল মানুষ বেরিয়ে এসেছেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ আরও নামকরা কত মানুষের পদচারণে মুখরিত ছিল এই বাড়ি। বাড়িটির সঙ্গে মিশে আছে আলো-আঁধারের ছায়া। ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, আধুনিকতা যেমন মিশে আছে, তেমনই মিশে আছে জমিদারির ইতিহাস। বলা হয় বাংলার রেনেসাঁর অন্যতম পীঠস্থান ছিল এই লাল বাড়ি।

সিঁড়ির কোনায় ব্যাগ রেখে দোতলায় উঠতেই বাঁ দিকে কবিপত্নীর রান্নাঘরের দেখা মেলে। রান্নাঘরটি এখনো সযত্নে লালিত আছে। চিত্রা দেবের 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল'-এ পড়েছিলাম, এই বাড়ির রান্নাঘরে নতুন নতুন খাবারের পদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলত। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আমরা কবির শোবার ঘরে যাই। জোড়াসাঁকোয় অবস্থানকালে কবি এ ঘরেই থাকতেন এবং এ ঘরেই কবি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। ঘরে সাজিয়ে রাখা বিভিন্ন জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি, এদিকে স্পিকারে কোমল সুরে বেজে চলেছে

আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি
আমার প্রাণ
সুরের বাঁধনে,
তুমি জানো না, আমি তোমারে
পেয়েছি
অজানা সাধনে,
আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি
আমার প্রাণ
সুরের বাঁধনে।

এ যেন এক মিলনের বারতা। প্রাণের মানুষের সঙ্গে গড়ে ওঠা এক আত্মিক মেলবন্ধন। আসলে জোড়াসাঁকোতে এসে রবি ঠাকুরকে যতটা প্রত্যক্ষ করা যায়, তার চেয়ে বেশি উপলব্ধি করা যায়। দক্ষিণের বারান্দায় পদার্পণ করতেই কবির ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। এই বারান্দার রেলিংগুলো ছিল কবির ছাত্র, আর কবি ছিলেন মাস্টার। সেই রেলিংগুলো এখনো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কবি নেই। এটাই মানবজীবনের এক অমোঘ সত্য, ব্যক্তির শারীরিক অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়, কিন্তু স্মৃতিগুলো রয়ে যায়। আমরা আসলে মুহূর্তের মাঝেই বাঁচি, এই মুহূর্তগুলোই স্মৃতির কোলাজ তৈরি করে।

রবি ঠাকুরের বিশ্বভ্রমণের স্মৃতিগুলো চমৎকারভাবে সংরক্ষণ করে রাখা আছে। ভ্রমণপিপাসু মানুষ হিসেবে জোড়াসাঁকোতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কিছুটা ঈর্ষান্বিত ছিলাম। সেই যুগে তিনি ৩০টির মতো দেশ ভ্রমণ করেছেন। এশিয়ার চীন, জাপান থেকে শুরু করে ইউরোপ, আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকার দেশেও তিনি অবলীলায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। চায়না গ্যালারি, জাপান গ্যালারি, ইউএস গ্যালারি, হাঙ্গেরি গ্যালারির ছবিগুলো দেখে অনুমান করতে পারছিলাম, এই বাংলার একজন মানুষ হিসেবে তিনি নিজেকে কোন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। এই গ্যালারিগুলোর পাশাপাশি চিত্রকলার গ্যালারিগুলোও কিছু সময়ের জন্য ভাবনার অলিন্দে অবগাহন করার সুযোগ করে দেয়।

খুব ইচ্ছা ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দোতলার ছাদে যাওয়ার। রবি ঠাকুর ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার মধ্য দিয়ে এই দোতলার নন্দনকাননের সঙ্গে পরিচয়। কাদম্বরী দেবী এই ছাদে নন্দনকানন গড়ে তুলেছিলেন। তবে দোতলার ছাদের সিঁড়ির দরজা তালাবদ্ধ থাকায় সে সুযোগ মেলেনি।ঙ্র ঠাকুরবাড়ি পরিদর্শনের সময় প্রচুর বিদেশির দেখা মিলল। এক বাঙালি ভদ্রলোক ফ্রান্সে অভিবাসী হয়েছেন। তিনি তাঁর দুই মেয়েকে বাঙালির শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ ঘটাতে ঠাকুরবাড়ি নিয়ে এসেছেন। মেয়ে দুটো ভালোই বাংলা বলতে পারে। ওদের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা রবি ঠাকুরকে কীভাবে চেনো? ওরা বলল, 'আমাদের বাবা রবি ঠাকুরকে চিনিয়েছেন, আর আমরা বাসায় রবীন্দ্রসংগীত শুনি। এই গানের মধ্য দিয়েই কবির সঙ্গে আমাদের বড় পরিচয়।' আসলেই রবি ঠাকুর তাঁর গানের মধ্য দিয়েই বাঙালির প্রাণের সঙ্গে এক অন্য রকম আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। আর তাই আমরা যখন দোতলা প্রদক্ষিণ শেষে নিচে নেমে আসছি, তখন আমাদের কানে ভেসে আসছে সেই চিরচেনা সুর

যখন পড়বে না মোর পায়ের
চিহ্ন এই বাটে,
আমি বাইব না মোর খেয়াতরী
এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেব বেচা-কেনা, মিটিয়ে
দেব লেনা-দেনা,
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে
তখন আমায় নাই বা মনে
রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা
আমায় ডাকলে।

এই গানের সুরে সুর মিলিয়ে কে যেন ভেতর থেকে আনমনে বলে উঠল, কবি ছিলেন, কবি আছেন, কবি থাকবেন বাঙালির পরম্পরা হয়ে।

মহাবিশ্ব পরিচয়

থানু পদ্মানাভান

হাসাগরের বুকে যাত্রা করা পালতোলা বিশাল এক জাহাজের কথা কল্পনা করুন। একটা কার্গো হোল্ড রয়েছে জাহাজটিতে। তার ভেতর আছে এক বস্তা আলু। ওই বস্তার একটা আলুর ভেতর বাস করে ছোট্ট এক পোকা।

ধরা যাক, জাহাজটি যে মহাসাগরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলছে, তার প্রকৃতি উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে পোকাটা। মানুষের মহাবিশ্বের রূপরহস্য অনুসন্ধানের প্রচেষ্টাকে একবার আলুর ওই পোকার কার্যকলাপের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন বিখ্যাত এক বিজ্ঞানী। তিনি ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ স্যার আর্থার এডিংটন। মাত্রাগত দিক থেকে তুলনা করলে তিনি হয়তো ঠিকই বলেছেন। তবে প্রকৃত অর্থে তাঁর কথাটা একদম ভুল। আরও ভালোভাবে বলতে গেলে, আলুর ছোট্ট ওই পোকাকে জ্যোতির্বিদ ও কসমোলজিস্ট বললেই বেশি মানায়। ওই জ্যোতির্বিদ বা কসমোলজিস্ট হয়তো মহাবিশ্বের বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছেন।

মেঘমুক্ত স্বচ্ছ রাতে আকাশের দিকে এক পলক তাকালে একগুচ্ছ উজ্জ্বল নক্ষত্র ঝিলমিল করতে দেখতে পাবেন। তার সঙ্গে হয়তো দেখতে পাবেন রূপালী চাঁদ ও কিছু গ্রহ। আবার বিগ বিয়ারের মতো কিছু পরিচিত নক্ষত্রমণ্ডলও শনাক্ত করতে পারবেন কেউ কেউ। এসব দেখে কারও কারও ধারণা জন্মাতে পারে, মহাবিশ্ব হয়তো স্রেফ কিছু নক্ষত্রগুচ্ছ দিয়ে তৈরি। আর সেগুলো বিভিন্ন গ্রহ ও উপগ্রহসহ বেশ চিত্তাকর্ষক। কিন্তু না, এগুলোই মহাবিশ্বের সবটা নয়। আসলে এসব মহাজাগতিক বস্তু থেকে দূরে, আরও বহুদূরে মহাবিশ্বের আরও অনেক কিছু রয়েছে। তবে সেগুলো খালি চোখে দেখা যায় না!

আকাশে যেসব নক্ষত্র দেখা যায়, তাদের প্রতিটিই আমাদের সূর্যের মতো। নক্ষত্রদের ওসব গুচ্ছকে বলা হয় মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি (বাংলায় আকাশগঙ্গা ছায়াপথ)। টেলিস্কোপের মাধ্যমে উদঘাটিত হয়েছে, এরকম লাখো গ্যালাক্সি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আমাদের মহাবিশ্বে। এদের প্রতিটিই গঠিত হয়েছে বিপুল সংখ্যক নক্ষত্র দিয়ে। আবার এসব গ্যালাক্সির অবস্থান পরস্পরের কাছ থেকে বিপুল দূরত্বে। অন্য গ্যালাক্সিগুলো আমাদের কাছ থেকে এত দূরে রয়েছে যে সেগুলো আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। কাজেই রাতের আকাশে যেটুকু দেখা যায়, সেটা হলো বিশাল-বিপুল মহাবিশ্বের অতি সামান্য কণামাত্র। কাজেই আমাদের মহাবিশ্বকে সঠিকভাবে বুঝতে এবং একে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হলে প্রথমেই মহাজাগতিক বিবরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বড় বড় সংখ্যাগুলো আয়ত্ব করা জরুরি।

নিয়মতান্ত্রিকভাবে সেটা করতে হবে। সেজন্য চলুন, আমাদের নিজেদের গ্রহ পৃথিবী দিয়ে কাজটা শুরু করা যাক। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৬ হাজার ৪০০ কিলোমিটার (সংক্ষেপে কিমি)। আধুনিক পরিবহন বা যাতায়াতের মানদণ্ডে এটা বেশ ছোট একটা সংখ্যা। পৃথিবীর চারপাশে একটা বাণিজ্যিক বিমান প্রায় ৪০ ঘন্টায় একপাক ঘুরে আসতে পারে। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের মহাজাগতিক বস্তুটির নাম চাঁদ। এই উপগ্রহটা পৃথিবী থেকে প্রায় ৪০০,০০০ কিমি বা ৪ লাখ কিমি দূরে অবস্থিত। এই দূরত্বটা পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ৬০ গুণ।

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার অ্যাপোলো ১১ নভোযানে চড়ে প্রথমবার চাঁদে পা রেখেছিল পার্থিব মানুষ। এই দূরত্ব পাড়ি দিতে নভোযানটির সময় লেগেছিল প্রায় চার দিন। চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। প্রায় ৩০ দিনে পৃথিবীর চারদিকে একবার পাক খায় এটি। আবার পৃথিবী নিজেও সূর্যের চারদিকে প্রতিনিয়ত ঘুরছে। আমাদের গ্রহ থেকে সূর্য রয়েছে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন বা ১৫ কোটি কিমি দূরে। হিসেব মতে, এই দূরত্ব পাড়ি দিতে অ্যাপোলো ১১ নভোযানের সময় লাগবে প্রায় পাঁচ বছর।

সূর্যের চারপাশের বিভিন্ন দূরত্বের কক্ষপথে ঘুরছে পৃথিবীর মতো আরও কিছু গ্রহ। সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহটির নাম বুধ। এরপরে রয়েছে শুক্রগ্রহ (এটা আমাদের কাছে পরিচিত সন্ধ্যাতারা নামে)। সূর্যের তৃতীয় গ্রহটিই হলো আমাদের পৃথিবী। পৃথিবীর পরে আরও বেশি দূরত্বে রয়েছে যথাক্রমে মঙ্গল (লাল গ্রহ), বৃহস্পতি, শনি (এর বলয় রয়েছে), ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো। গুআসলে বৃহস্পতি, ইউরেনাস এবং নেপচুনেরও বলয় আছে। তবে এগুলো শনির বলয়ের তুলনায় নিতান্ত ছোট। সেজন্য শনির কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে। অনুবাদক একসময় সৌরজগতের সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ ছিল প্লুটো। এর দূরত্ব পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্তী দূরত্বের প্রায় ৪০ গুণ। এভাবে আমাদের গ্রহ ব্যবস্থার ব্যাসার্ধ প্রায় ৬ হাজার মিলিয়ন কিমি। গুলতি শতকের প্রথম দিকে গ্রহের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে প্লুটো। একে এখন বলা হয় বামন গ্রহ। কাজেই সৌরজগতের গ্রহের সংখ্যা এখন ৮টি। অনুবাদক দেখা যাচ্ছে, দূরত্বগুলো এরই মধ্যে বেশ বড় হতে শুরু করেছে। কাজেই এসব বড় এককগুলোকে যদি জ্যোতির্বিদ্যাগত দূরত্বে প্রকাশ করা হয়, তাহলে আমাদের জন্য সুবিধাজনক। একটা পেন্সিলের দৈর্ঘ্য সেন্টিমিটারে মাপা যায়, কিন্তু দুটো শহরের মধ্যবর্তী দূরত্ব বেশ বড় একটা সংখ্যা। তাই একে মাপা হয় কিলোমিটার এককে। একইভাবে মহাজাগতিক মাত্রা প্রকাশের জন্য কিলোমিটারের মতো কোনো পার্থিব একক অপর্যাপ্ত। ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এরকম একটা একক হলো 'লাইট ইয়ার' বা আলোকবর্ষ। এখানে 'ইয়ার' বা 'বর্ষ' শব্দটা থাকলেও এটা আসলে সময় পরিমাপের একক নয়, বরং দূরত্ব পরিমাপের একক। এক আলোকবর্ষ দূরত্ব হলো এক বছরে আলো যেটুকু দূরত্ব পাড়ি দেয়। এক সেকেন্ডে আলো পাড়ি দেয় প্রায় ৩০০,০০০ বা ৩ লাখ কিমি পথ বা ১ লাখ ৮৬ হাজার মাইলঞ্চ। সে হিসেবে এক আলোকবর্ষ হল প্রায় ১০ মিলিয়ন মিলিয়ন কিমি। পুরোটা অঙ্কে লিখলে সংখ্যাটা হবে এরকম: ১০,০০০,০০০,০০০,০০০ কিমি। লেখার সুবিধার্থে এ পরিমাণ বোঝাতে আমরা ১০১৩ কিমি চিহ্ন ব্যবহার করি। এই চিহ্নের মানে হলো ১০ সংখ্যাটিকে ১৩ বার গুণ করা বা ১-এর পর ১৩টি শূন্য। কাজেই এক আলোকবর্ষ মানে প্রায় ১০১৩ কিমি বলা যায়।

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে সূর্য যেমন গড়পড়তা একটা নক্ষত্র, মহাবিশ্বের বিপুল সংখ্যক গ্যালাক্সির ভেতর আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিও তাই। শক্তিশালী টেলিস্কোপে দেখা গেছে, মহাবিশ্বে আমাদের নিজে গ্যালাক্সির মতো প্রায় ১০০ মিলিয়নের বেশি গ্যালাক্সি রয়েছে। আমরা যখন বড় পরিসরের কথা বিবেচনা করি, তখন আলোকবর্ষ আসলেই দরকারি একক। আগেই বলেছি, মিল্কিওয়ে নামে আমাদের গ্যালাক্সিতে নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় ১০০,০০০ মিলিয়ন। এসব নক্ষত্রের ভেতর সূর্যও একটা সাধারণ নক্ষত্র। সংক্ষিপ্ত প্রতীক পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা বলতে পারি, আমাদের গ্যালাক্সিতে নক্ষত্র রয়েছে প্রায় ১০১১টি। আমাদের সূর্যের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রের নাম প্রক্সিমা সেন্টাউরি (এর অবস্থান সেন্টোরাস নক্ষত্রমণ্ডলে)। নক্ষত্রটি আমাদের কাছ থেকে প্রায় ৪ আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে। অন্য কথায়, একটা আলোক রশ্মি আমাদের সৌরজগতের গ্রহব্যবস্থা পাড়ি দিতে সময় লাগে প্রায় ১১ ঘন্টা। আর সেই আলো আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টাউরিতে পৌঁছাতে সময় লাগে প্রায় চার বছর! (এই পথ পাড়ি দিতে অ্যাপোলো ১১ নভোযানের সময় লাগবে প্রায় এক মিলিয়ন বা ১০ লাখ বছর!) পৃথিবীর আকাশে যেসব নক্ষত্র খালি চোখে দেখা যায়, তার সবই মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির অন্তর্গত। এগুলো আমাদের কাছ থেকে বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত। তাদের প্রতিটিই আমাদের সূর্যের মতোই অনেক বড় ও উজ্জ্বল। আবার তাদের চারপাশে সৌরজগতের মতো গ্রহব্যবস্থাও থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রটির নাম সিরিয়াস। আমাদের কাছ থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৮ আলোকবর্ষ। অরিয়ন বা কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলে আমাদের পরিচিত নক্ষত্র লাল বর্ণের বেটেলজুস বা আর্দা। নক্ষত্রটির দূরত্ব প্রায় ৬৪২ আলোকবর্ষ। আমাদের কাছ থেকে পোল স্টার বা ধ্রুবতারার দূরত্ব প্রায় ৪৫০ আলোকবর্ষ। ধ্রুবতারা থেকে আমরা আজকে যে আলো পাচ্ছি, তা আসলে নিঃসৃত হয়েছে সেই ১৭ শতকের মাঝামাঝি!

সর্বশেষ হিসেবে, গোটা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ব্যাপ্তি প্রায় এক লাখ আলোবর্ষ। এই ছায়াপথকে বর্ণনা করতে গেলে আমরা দেখতে পাব, আলোকবর্ষও অপর্যাপ্ত বা ছোট একক। সে কারণে জ্যোতির্বিদরা এর চেয়ে বড় একটা একক ব্যবহার করেন। এর নাম কিলোপারসেক (সংক্ষেপে কেপিসি বা দ্ধন্নত্ব)। এক কিলোপারসেক প্রায় ৩ হাজার আলোকবর্ষের সমান। কোনো সাধারণ ছায়াপথের ব্যাসার্ধ প্রায় ১৫ কেপিসি। মহাবিশ্ব ম্যাপিং করার ক্ষেত্রে কিলোপারসেক একক সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। (এই এককে মিল্কিওয়ের ব্যাপ্তি প্রায় ৩০ কেপিসি।)

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে সূর্য যেমন গড়পড়তা একটা নক্ষত্র, মহাবিশ্বের বিপুল সংখ্যক গ্যালাক্সির ভেতর আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিও তাই। শক্তিশালী টেলিস্কোপে দেখা গেছে, মহাবিশ্বে আমাদের নিজে গ্যালাক্সির মতো প্রায় ১০০ মিলিয়নের বেশি গ্যালাক্সি রয়েছে। মিল্কিওয়ের নিকটতম বড় গ্যালাক্সিটির নাম অ্যান্ড্রোমিডা। এর দূরত্ব প্রায় ৭৭০ কেপিসি (প্রায় ২.৫ মিলিয়ন আলোকবর্ষ)। অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রমণ্ডলে একে খালি চোখে অস্পষ্ট ফুটকি হিসেবে দেখা যায়। মিল্কিওয়ের মতোই অ্যান্ড্রোমিডাও গঠিত হয়েছে প্রায় ১০১১টি নক্ষত্রের সমাহারে। (মনে আছে নিশ্চয়, ১০১১ মানে হলো ১০০,০০০,০০০,০০০ বা ১-এর পর ১১টি শূন্য। এই বইতে প্রতীকটা আমরা বারবার ব্যবহার করব।) তবে ছায়াপথটা আমাদের কাছ থেকে বহুদূরে থাকায় এর ভেতরের নক্ষত্রগুলোকে আমরা খালি চোখে আলাদাভাবে দেখতে পাই না। মিল্কিওয়ে এবং অ্যান্ড্রোমিডার চারপাশে আরও প্রায় ৩০টি গ্যালাক্সি রয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটাকে বলা হয় ডোয়ার্ফ গ্যালাক্সি বা বামন ছায়াপথ। সেগুলোর আকার বেশ ছোট এবং তাদের প্রতিটিতে মাত্র প্রায় দশ লাখ বা তার চেয়ে কিছুটা বেশি নক্ষত্র থাকতে পারে। বাকি গ্যালাক্সিগুলো বেশ বড়। মিল্কিওয়ে, অ্যান্ড্রোমিডা এবং এসব গ্যালাক্সি একত্রে মিলে এরপরের মহাজাগতিক একক গঠন করেছে। এদের সাধারণত বলা হয় লোকাল গ্রুপ অব গ্যালাক্সি। এই লোকাল গ্রুপের আকার প্রায় ৩ হাজার কেপিসি (বা ১০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ) বা ৩ মেগা পারসেক। (১০০০ কিলোপারসেককে বলা হয় ১ মেগাপারসেক। সংক্ষেপে এমপিসি বা Mpc।)

দল বা গুচ্ছাকারে গ্যালাক্সিদের একত্রিত হওয়াটা আমাদের মহাবিশ্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। জ্যোতির্বিদরা বিপুল সংখ্যক গ্যালাক্সি ক্লাস্টার বা গ্যালাক্সিগুচ্ছ শনাক্ত করেছেন। এদের মধ্যে অনেকগুলোই আমাদের লোকাল গ্রুপের চেয়ে অনেক অনেক বড়। আমাদের লোকাল গ্রুপে গ্যালাক্সির সংখ্যা প্রায় ৮০টি। গুসাম্প্রতিক হিসেবে, লোকাল গ্রুপের সদস্য অন্তত ৮০, যার বেশিরভাগই বামন ছায়াপথ। তবে সঠিক সংখ্যাটা এখনও জানেন না জ্যোতির্বিদেরা।অনুবাদকঞ্জ গ্যালাক্সি ক্লাস্টারগুলোর মধ্যে কিছু বড় ক্লাস্টারে প্রায় ১ হাজারটি গ্যালাক্সিও থাকতে দেখা গেছে। এদের মধ্যে একটার নাম কোমা ক্লাস্টার।

পৃথিবী থেকে ধাপে ধাপে সুপারক্লাস্টার পর্যন্ত (অন্য কথায়, মহাজাগতিক সিঁড়ি) পৌঁছাতে আমাদের কাঠামোগুলোকে একটি শ্রেণিবিন্যাসের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোটটা হলো কোনো নক্ষত্রের চারপাশের গ্রহব্যবস্থা বা প্ল্যানেটারি সিস্টেম। মহাবিশ্বে গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের চেয়ে বড় কোনো কাঠামো আছে কি? বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, ক্লাস্টারগুলো নিজেরাই আরও বড় সমষ্টি গঠন করে। একে বলা হয় সুপারক্লাস্টার। এদের একেকটার আকার প্রায় ৩০ থেকে ৬০ মেগাপারসেক। যেমন আমাদের লোকাল গ্রুপকে ভার্গো সুপারক্লাস্টারের এক প্রান্তিক সদস্য বলে মনে করা হয়। তবে গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের মতো সুপারক্লাস্টারের সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

তাহলে আমাদের মহাবিশ্বটা কত বড়? শক্তিশালী টেলিস্কোপ ব্যবহার করে আমরা এখন পর্যন্ত ৩ হাজার থেকে ৪ হাজার মেগাপারসেক দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছি। অন্য কথায়, আমরা বলতে পারি, মহাবিশ্বের পর্যবেক্ষণযোগ্য এলাকার আকার একটা গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের চেয়ে প্রায় ১ হাজার গুণ বড়। *ক্রমশঃ*

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার অ্যাপোলো ১১ নভোযানে চড়ে প্রথমবার চাঁদে পা রেখেছিল পার্থিব মানুষ। এই দূরত্ব পাড়ি দিতে নভোযানটির সময় লেগেছিল প্রায় চার দিন। চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। প্রায় ৩০ দিনে পৃথিবীর চারদিকে একবার পাক খায় এটি। আবার পৃথিবী নিজেও সূর্যের চারদিকে প্রতিনিয়ত ঘুরছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ঘূর্ণাবর্তের জেরে রবিবার দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে বৃষ্টি, ভারী বৃষ্টিপাত উত্তরবঙ্গেও

কলকাতা, ১৬ জুলাই (হি.স.) : ফের বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হচ্ছে। রবিবার এই ঘূর্ণাবর্ত আরও শক্তিশালী হতে চলেছে বলে জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ঘূর্ণাবর্তের জেরে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও উপকূলের জেলা গুলিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি ভারী বৃষ্টিপাত চলবে উত্তরবঙ্গেও।

আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, ঘূর্ণাবর্তের জেরে রবিবার দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে বৃষ্টি। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও উপকূলের জেলা গুলিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে অতিরিক্ত আর্দ্রতার জন্য অস্বস্তি থাকবে। জমিয়ে বৃষ্টি হবে যেসব জায়গায় সেখানে কাটবে অস্বস্তি।

গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতায় হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে। রবিবার কলকাতার আকাশ আংশিক মেঘলা। কিন্তু, ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কম। তবে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, গতকালের থেকে এদিন বাড়বে বৃষ্টির তোড়। এদিন শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩২.৬ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি।

এদিকে ভারী বৃষ্টিপাত টানা চলছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে শনিবারও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও দার্জিলিং, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদাতেও রয়েছে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। মৌসম ভবনের রিপোর্ট অনুযায়ী,পয়লা জুন থেকে শুরু করে চলতি সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি ৪২ শতাংশ। দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশের পর থেকে বৃষ্টির আকাল চললেও বর্ষণে বানভাসি অবস্থা উত্তরের। অন্যদিকে, ফের সাগরে ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূতের পূর্বাভাস উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। রবিবার এই ঘূর্ণাবর্ত আরও শক্তিশালী হতে চলেছে বলে ইঙ্গিত।

বাসন্তীতে গুলিবিদ্ধ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী

কলকাতা, ১৬ জুলাই (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরও থামছে না হিংসার ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী এলাকায় শনিবার গভীর রাতে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে আইএসএফ কর্মীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এই সময় গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এক তৃণমূল কর্মী।

এছাড়াও তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম এবং শওকত মোল্লাকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে হিংসা বিধ্বস্ত এলাকায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। শুক্রবার স্থানীয় বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীকেও ঘটনাস্থলে যেতে পুলিশ বাধা দেয়। নওশাদের অভিযোগ, তৃণমূলের নির্দেশেই তাঁকে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে। এখন তৃণমূল নেতাদেরও সেখানে যাওয়া বন্ধ করা হয়েছে। রবিবার সকাল থেকেই এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। জারি রয়েছে ১৪৪ ধারা।

হরিদ্বার থেকে ফেরার পথে হাইটেনশন তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পুড়ে ছাই ৫ পুণ্যার্থী

লখনউ, ১৬ জুলাই (হি. স.) : হরিদ্বার থেকে গঙ্গার জল নিয়ে ফেরার পথে হাইটেনশন তারের সঙ্গে গাড়ির ছোঁয়া লাগতেই বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়ে গোটা গাড়িতে। সেই সময় গাড়ির মধ্যে যারা ছিলেন, সকলেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন, ছিটকে পড়েন মাটিতে। মৃত্যু হয় পাঁচ জনের। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আরও কয়েকজন। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের মিরট জেলায়।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার মিরটের ভবনপুর রালি চৌহান গ্রামে ফিরছিলেন একদল পুণ্যার্থী।

ণ্ণতাঁরা কানওয়ার যাত্রার জন্য হরিদ্বার গিয়েছিলেন। সেখান থেকে গঙ্গার জল নিয়ে গ্রামে ফিরছিলেন তাঁরা। সামনেই একটি ভাড়া করা টেম্পোয় বাজছিল ডিজে। গ্রামে ঢুকতেই ঘটে বিপত্তি। সামনেই অত্যন্ত নীচুতে ঝুলছিল হাইটেনশন তার।

গাড়ির সঙ্গে তারের স্পর্শ হতেই গাড়িটি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। গাড়ির মধ্যে ও আশেপাশে যারা ছিলেন, তাঁরাও এক নিমেষে বিদ্যুতের ঝটকা খেয়ে মাটিতে পড়ে যান। এই অবস্থা দেখে গ্রামে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। কয়েকজন গ্রামবাসী পাওয়ার স্টেশনে খবর দেন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিতে বলেন। কিন্তু যতক্ষণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করা হয়, ততক্ষণে অনেকটাই দেরী হয়ে গিয়েছে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক যুবকের। হাসপাতালে নিয়ে গেলে আরও চারজনের মৃত্যু হয়। বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আরও পাঁচজন। এদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা সঙ্কটজনক। এই ঘটনার পরই গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখিয়ে রাস্তা অবরোধ করেন। গাফিলতির জন্য বিদ্যুৎ বিভাগকে দায় নেওয়ার এবং আধিকারিকদের কড়া শাস্তির দাবি করেন তাঁরা।

তৃণমূল ও সিপিএমের সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল দাসপুর

দাসপুর, ১৬ জুলাই (হি.স.) : পঞ্চায়েত ভোটের ফল বেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত রাজনৈতিক হানাহানি থামছে না বাংলায়। রোজই আসছে মৃত্যুর খবর। এবার পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরে তৃণমূল ও সিপিএমের সংঘর্ষে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়।

শনিবার রাতে তৃণমূল ও সিপিএমের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় দু'পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহতদের ভর্তি করা হয়েছে ঘাটাল মহকুমা ও সোনাখালি গ্রামীন হাসপাতালে। রবিবার সকাল থেকে চাপা উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়। টহল দিচ্ছে দাসপুর থানার পুলিশ।

সূত্রের খবর, ৮ জুন ভোট ঘোষণার পর থেকে এখনও পর্যন্ত বাংলার বুকে মৃত্যু হয়েছে ৫৭ জনের। তালিকায় যেমন রয়েছে শাসকদলের কর্মীরা, তেমনই রয়েছে বিরোধী শিবিরের লোকজন। এদিকে পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে এখনও একাধিক মামলা চলছে কলকাতা হাইকোর্টে। এরমধ্যে রবিবার সকাল থেকেই রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে ফের হিংসার খবর আসতে শুরু করেছে।

বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত দক্ষিণ কোরিয়া, মৃত্যু ৩১ জনের

সিওল, ১৬ জুলাই (হি.স.) : প্রবল বৃষ্টিতে দক্ষিণ কোরিয়ায় জনজীবন বিপর্যস্ত। দেশের একটি বড় অংশ জলবন্দী। বন্যায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ৩১ জন মারা গেছেন। ১০ জনেরও বেশি বেসামরিক লোক নিখোঁজ রয়েছে। হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। বন্যাকবলিত ত্রাণ শিবিরে লোকজনকে রাখা হয়েছে। ওসোং শহরের ভূগর্ভস্থ সড়ক তলিয়ে গেছে। এখানে ১৯টি যানবাহন আটকা পড়েছে। এই যানবাহনে কতজন লোক রয়েছে তা স্পষ্ট নয়। সেন্ট্রাল ডিজাস্টার এজেন্সি জানিয়েছে, সবচেয়ে বেশি ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছে উত্তর গেয়ংসাং প্রদেশে। এখানে ব্যাপক ভূমিধস হয়েছে। ঘরবাড়ি ধসে পড়েছে। এই রাজ্যে ১৬ জন এবং দক্ষিণ চুংচেং প্রদেশে চারজনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এছাড়াও, দক্ষিণ-পূর্ব কাউন্টি ইয়েংজু এবং চেওংইয়ংয়ের কেন্দ্রীয় কাউন্টিতে ভবন ধসে তিনজন ধ্বংসস্তূপের নিচে মারা গেছেন। গোয়েসান বাঁধ জলে পূর্ণ। দেশের অন্যান্য স্থানেও ব্যাপক সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরপ্রদেশ, গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু ১০ জনের

লখনউ, ১৬ জুলাই (হি.স.) : প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরপ্রদেশ। গত ২৪ ঘণ্টায় এই রাজ্যে মোট ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

রবিবার রাজ্যের সেচ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বদায়ুঁ জেলায় গঙ্গা নদী বিপদসীমার উপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে। এছাড়া, প্রয়াগরাজে যমুনার জলস্তরও বিপদসীমার কাছাকাছি চলে এসেছে। মথুরায় যমুনা আগেই বিপদসীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় সংলগ্ন নিচু এলাকাগুলি প্লাবিত হয়েছে। মথুরা এবং বৃন্দাবনে রাস্তাঘাট ইতিমধ্যে যমুনার জলের তলায়। গ্রামের পর গ্রাম ভেসে গিয়েছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টাতেও রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় আরও বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন।

রাজ্যের ত্রাণ কমিশনারের তরফে বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় রামপুর এলাকায় বর্ষায় জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। এছাড়া, বালিয়া, মাহোবা এবং ললিতপুর জেলায় পৃথক কয়েকটি ঘটনায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। সুলতানপুরে সাপের কামড়ে মারা গিয়েছেন আরও এক জন। এই নিয়ে গত কয়েকদিনে উত্তরপ্রদেশে বৃষ্টির কারণে মৃতের সংখ্যা ৫০ পেরিয়ে গেল।

দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি.স.) : আগামী ২৪ ঘণ্টায় দেশের প্রায় সব জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। দেশের আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রকাশ করেছে স্কাইমেট। পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ, দক্ষিণ গুজরাট, কোঙ্কন এবং গোয়া, উপকূলীয় কর্ণাটক, ছত্তিশগড়, ওডিষা এবং অরুণাচল প্রদেশের বিচ্ছিন্ন জায়গায় হালকা, মাঝারি এবং ভারী বৃষ্টিপাত হবে।

স্কাইমেটের মতে, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, কেরালা, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা এবং অভ্যন্তরীণ মহারাষ্ট্রে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকে হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গ, অসমের পশ্চিম অংশ, উপকূলীয় ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশের পাদদেশ, কোঙ্কন ও গোয়া, দক্ষিণ গুজরাট, ওডিষা, বিহার, বিদর্ভের কিছু অংশ, লাক্ষাদ্বীপ, কেরালা, উত্তরাখণ্ড, দিল্লি, উত্তর হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং পূর্ব রাজস্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমানে, মৌসুমী অক্ষের পশ্চিম প্রান্তটি তার স্বাভাবিক অবস্থানের দক্ষিণে এবং পূর্ব প্রান্তটি তার স্বাভাবিক অবস্থানের উত্তরে রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বিকানের, নারনৌল, গোয়ালিয়র, সাতনা, ডাল্টনগঞ্জ, দিঘা এবং উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। রবিবার বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হচ্ছে। এই ঘূর্ণাবর্ত আরও শক্তিশালী হতে চলেছে বলে জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ঘূর্ণাবর্তের জেরে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে।

ফের অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ রাজ্যপাল বোসের

কলকাতা, ১৬ জুলাই (হি.স.) : ফের অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবব্রত বোসকে নিয়োগ করেছেন তিনি। কয়েক দিন আগেই শিক্ষাদফতরের সঙ্গে কোনও আলোচনা ছাড়াই অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য করা হয়। এর পাশাপাশি রাজ্যপালের 'পিস অ্যান্ড সোশ্যাল ইন্টিগ্রেশন'কমিটি চেয়ারম্যান করা হয় অবসরপ্রাপ্ত এই বিচারপতিকে।

সূত্রের খবর, এই বারও রাজ্যের শিক্ষাদফতরের সঙ্গে কোনও আলোচনা ছাড়াই নিয়োগ করেছেন তিনি। সম্প্রতি রাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সি ভি আনন্দ বোস। রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয় যে, এই উপাচার্যদের নিয়োগ বৈধ নয়। তার কারণ, রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই এই সকল উপাচার্যদের নিয়োগে শিলমোহর দিয়েছেন সি ভি আনন্দ বোস। এরপরই সংঘাত বাধে।

ওপেন জিম পরিদর্শন করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং

লখনউ, ১৬ জুলাই (হি.স.):ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং লখনউ থেকে সংসদ সদস্য রাজনাথ সিং রবিবার নিরালা নগরের আট নম্বর মোড়ের কাছে মৃত্যুঞ্জয় (শাস্ত্রী) পার্কে স্থাপিত ওপেন জিম পরিদর্শন করেছেন। পার্কে স্থাপিত জিমে ব্যায়ামও করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

স্থানীয় সাংসদ রাজনাথ সিংয়ের প্রচেষ্টায়, এইচএএল-এর সিএসআর তহবিল থেকে পার্কগুলিতে জিম স্থাপনের কাজ পৌর কর্পোরেশনের মাধ্যমে করা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে নগরীর প্রায় ৮০টি পার্কে জিম স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে লখনউয়ের মেয়র সুষমা খার্কওয়াল, লখনউ মহানগর সভাপতি ও বিধান পরিষদের সদস্য মুকেশ শর্মা, বিধায়ক ডঃ নীরজ বোরা এবং অন্যান্য বিজেপি কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এরপর রাজনাথ সিং উমরাও ডালিগঞ্জের ধর্মশালায় মহানগর পদাধিকারী ও কাউন্সিলরদের নিয়ে আয়োজিত সভায় যোগ দেবেন।

বিজেপি মহানগর কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সোমবার, ১৭ জুলাই বিকেল ৪ টায় আইআইএম রোডে অবস্থিত মহর্ষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। তিনি আইআইএম তিরাহে থেকে সীতাপুর সড়কের সম্পূর্ণ ওভারব্রিজটি জনসাধারণকে উৎসর্গ করবেন। এই কর্মসূচির পর দিল্লির উদ্দেশে রওনা হবেন রাজনাথ সিং।

আজ ২৪ শিরোপার মাঝে সর্বকনিষ্ঠ আলকারাজ

লন্ডন, ১৬ জুলাই(হি.স.) : শনিবার উইম্বলডনে টেনিসের উন্মুক্ত যুগে প্রথম অবাছাই খেলোয়াড় হিসেবে মহিলা এককে শিরোপা জিতেছেন ভন্দোউসোভা। রবিবার পুরুষ এককের ফাইনালে মুখোমুখি জোকভিচ ও আলকারাজ।জোকোভিচের সামনে রেকর্ডের হাতছানি। কিন্তু আলকারাজ ফাইনালে উঠে বলেছেন, জোকোভিচকে ফাইনালে হারাতে পারব।

উইম্বলডনে ৫টি শিরোপা জয়, সব মিলিয়ে আটটি শিরোপা জিতে ফেডারারের রেকর্ড স্পর্শের হাতছানি রয়েছে জোকোভিচের সামনে। ২৩টি গ্রান্ড শ্ল্যাম জিতে পুরুষ এককে এগিয়ে জোকোভিচ। আর আজ উইম্বলডন জিতলে তার গ্রান্ড শ্ল্যাম সংখ্যা হবে ২৪। ছুঁয়ে ফেলবেন হতিহাসের সব চেয়ে বেশি গ্রান্ড শ্ল্যাম জয় করা মার্গারেট কোর্টকে।

এদিকে ২০০৬ সালে স্বদেশী রাফায়েল নাদালের পর সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে উইম্বলডনের ফাইনালে পা রাখলেন ২০ বছর বয়সী আলকারাজ। তিনি বলেছেন, "আমি বিশ্বাস করি জোকোভিচকে হারাতে পারব। কিন্তু ম্যাচটা খুবই কঠিন। তুমুল লড়াই হবে।" উল্লেখ্য, এর আগে দু"বার দেখা হয়েছিল এই দু"জনের। ২০২৩ সালের ফ্রেঞ্চ ওপেনের সেমিফাইনালে জোকোভিচ জিতেছিলেল। আর ২০২২ সালে মাদ্রিদ ওপেনের সেমিফাইনালে জিতেছিলেন আলকারাজ। সুতরাং ফল ১-১।

জম্মু বেস ক্যাম্প থেকে অমরনাথের উদ্দেশ্যে রওনা হল যাত্রীদের ১৪ তম ব্যাচ

জম্মু, ১৬ জুলাই (হি.স.): বৃষ্টি ও কড়া নিরাপত্তার মধ্যে জম্মুর ভগবতী নগরের বেস ক্যাম্প থেকে রবিবার সকালে ১৪ তম ব্যাচ অমরনাথ যাত্রার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এই ব্যাচে ৬৬৮৪ ভক্ত রয়েছে। শিবির থেকে ৩৬৮৬ তীর্থযাত্রী বহনকারী ১৩২টি গাড়ির একটি কনভয় পাহালগামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে এবং ২৯৯৮ তীর্থযাত্রীদের বহনকারী ১০৯টি গাড়ির একটি কনভয় বালতালের বেস ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। ৩০জুন থেকে জম্মু বেস ক্যাম্প থেকে মোট ৮৬৮৬৫ তীর্থযাত্রী উপত্যকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। প্রথম ব্যাচটি জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা পতাকা প্রদর্শন করেন। ১ জুলাই থেকে মোট ২ লাখ ১০,০০০ হাজার ভক্ত বাবা বরফমূর্তি দর্শন করেছেন। এটি উল্লেখযোগ্য যে অমরনাথের পবিত্র গুহাটি ৩,৮৮৮ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। ৬২ দিনের বার্ষিক তীর্থযাত্রাটি ১ জুলাই অনন্তনাগ জেলার পাহালগাম এবং গান্দেরবাল জেলার বালতাল থেকে শুরু হয়েছিল। যাত্রা শেষ হবে ৩১ আগস্ট।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

দীর্ঘ সময় হেয়ার স্ট্রেইটনার ব্যবহারে ক্যান্সারের ঝুঁকি থাকছে

বর্তমান সময়ে চুল মসৃণ ও সোজা করতে সব বয়সী মেয়েরা হেয়ার স্ট্রেইটনারের দিকেই ঝোঁকেন। তবে দীর্ঘ দিন হেয়ার স্ট্রেইটনার ব্যবহারে অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। চুলের ক্ষতি থেকে শুরু করে ঘন ঘন এটি ব্যবহারের ফলে ক্যান্সারের ঝুঁকি পর্যন্ত বাড়ে। এ কারণে এই যন্ত্র ব্যবহারে সচেতন হওয়া জরুরি। টানা হেয়ার স্ট্রেইটনার ব্যবহারে আপনার চুলকে শুষ্ক এবং ভঙ্গুর করতে পারে। কারও কারও ক্ষেত্রে এটা স্থায়ী সমস্যায় পরিণত হয়। এটি এড়াতে, স্ট্রেইটনার ব্যবহার করার আগে একটি তাপ রক্ষাকারী স্প্রে ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষতি এড়াতে ভেজা চুলে এটি ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন। স্ট্রেইটনার থেকে বের হওয়া উচ্চ তাপে মাথার ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ কারণে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায় এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্ট্রেইটনার ব্যবহার করা উচিত। চুলের একই অংশে খুব বেশি সময় ধরে স্ট্রেইটনার ব্যবহার করা এড়ানোও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে ত্বক পুড়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়াতে পারে। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ক্যান্সারে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মেয়েরা চুল স্ট্রেইটনার ব্যবহার করেন না তাদের তুলনায় যারা চুল স্ট্রেইটনার ব্যবহার করেন তাদের স্তন ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বেশি। এর কারণ হল হেয়ার স্ট্রেইটনারে কিছু রাসায়নিক থাকে যা ত্বকের সংস্পর্শে আসলে বা এ সময় শ্বাস নেওয়া হলে শরীরের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে, যেখানে ভালোভাবে বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় হেয়ার স্ট্রেইটনার ব্যবহার করা উচিত। এছাড়া ক্যান্সারের ঝুঁকি এড়াতে এই যন্ত্র ঘন ঘন ব্যবহার করা এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ। হেয়ার স্ট্রেইটনার ব্যবহারে চুল পাতলা হওয়া, চুল পড়া বাড়তে পারে। এই ঝুঁকিগুলি কমানোর জন্য, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য সহ একটি উচ্চ-মানের হেয়ার স্ট্রেইটনার বাছাই করা এবং সীমিত আকারে ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ।

গোড়ালি ফাটা থেকে যেভাবে মুক্তি পাবেন

আবহাওয়ার পরিবর্তন, পুষ্টির অভাব, প্রচুর সাবান ব্যবহার করা, দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকা এবং আরও কিছু কারণে গোড়ালি ফাটে। এছাড়াও চিকিতাগত কারণ, ভিটামিনের অভাব, ডিহাইড্রেশন, সঠিক জুতা না পরলেও পা ফাটে। সাধারণত ঘরোয়া কিছু পদ্ধতিতেই পা ফাটা দূর করা যায়। কলার খোসায় প্রচুর পরিমাণে অ্যামিনো অ্যাসিড এবং ভিটামিন এ, বি, সি এবং ই রয়েছে, যা ফাটা গোড়ালি সারাতে চমতার কাজ করে। কলার ময়শ্চারাইজিং বৈশিষ্ট্য শুষ্ক এবং ফাটা গোড়ালির চিকিতার জন্য উপকারী। এটি ত্বকের কোমলতা পুনরুদ্ধার করতে এবং ত্বক থেকে মৃত কোষ অপসারণ করতে সাহায্য করে। এছাড়া মধু ব্যবহার করতে পারেন।মধুতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্যে গোড়ালি ফাটা নিরাময়ে কাজ করে।

লেবুর রস এবং ভ্যাসলিন বেশ কার্যকরি। অম্লীয় প্রকৃতির লেবুর রস ভ্যাসলিনের সঙ্গে মেশাতে পারলে তা ফাটা গোড়ালির জন্য জাদুকরী কাজ করতে পারে। লেবুর রস শক্ত, শুষ্ক ত্বককে নরম করতে সাহায্য করে। চালের গুড়ো ত্বককে এক্সফোলিয়েট এবং বিশুদ্ধ করতে পরিচিত। যদিও মধু একটি প্রাকৃতিক অ্যান্টিসেপটিক হিসাবে পরিচিত, যা ফাটা গোড়ালি সারাতে সাহায্য করে। চালের আটা, মধু এবং ভিনেগারের সংমিশ্রণ ফাটা গোড়ালির সমস্যা কমাতে সাহায্য করে।

বর্ষার ভূরিভোজ জমে যাক ছানার পাতুরি দিয়ে

নিরামিষের দিন বাড়িতে অতিথি আসলে বেশ চিন্তায় পড়তে হয়। অন্য দিন হলে মাছ-মাংসের নানা পদ রেঁধে অতিথির মন জয় করা যায়। কিন্তু নিরামিষ হলে অতিথি আপ্যায়ন করবেন কী দিয়ে, তা অনেকেই বুঝতে পারেন না। তবে একটু মাথা খাটালে নিরামিষ খাইয়েই অতিথিকে খুশি করা যায়। ইলিশ, ভেটকির বদলে পাতুরি রাঁধুন ছানা দিয়ে। এমন বাহারি রান্না খেয়ে সকলেই খুশি হবেন। কী ভাবে রাঁধবেন? রইল প্রণালী।

উপকরণ: ছানা: ১০০ গ্রাম, ময়দা, দেড় চামচ,পোস্ত: দেড় চামচ,সাদা সর্ষে: দেড় চামচ,কালো সর্ষে: ১ চামচ, চেরা কাঁচালঙ্কা: ৪টি, নুন: স্বাদমতো, সর্ষের তেল: প্রয়োজন মতো। প্রণালী:প্রথমেই ছানার জল ঝরিয়ে হাতের তালুর সাহায্যে চৌকো করে গড়ে নিন। এ বার সাদা সর্ষে, কালো সর্ষে, পোস্ত, কাঁচালঙ্ক একসঙ্গে বেটে নিন। এর মধ্যেই চিনি, নুন, আর তেল ভাল করে মিশিয়ে নিলেই রান্নার অর্ধেক কাজ হয়ে গেল। এই মিশ্রণটিতেই ছানার টুকরোগুলি ভাল করে মাখিয়ে খানিক ক্ষণ রাখুন। এ বার কলাপাতা মাঝারি আকারে কেটে ভাল করে ধুয়ে পুর মাখানো ছানার টুকরো রেখে চারপাশ মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে দিন। এমন ভাবেই প্রয়োজনমতো পাতুরি বানিয়ে নিন। এ বার একটি পাত্রে জল গরম করতে বসান। জল ফুটে উঠলে কলাপাতায় মোড়া ছানার পাতুরিগুলি একটি কৌটোতে ভরে সেটি জলে ভরা পাত্রটিতে বসান। মিনিট পাঁচেক ভাপানোর পর টিফিন কৌটো খুলে দেখুন পুর ভাল সেদ্ধ হয়েছে কি না। যদি হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে নামিয়ে নিন। পরিবেশনের আগে কলাপাতার বাঁধন খুলে উপর থেকে সর্ষের তেল আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে পরিবেশন করুন।

শসা খোসাসহ খেলেই ভালো

এমনিতে ফল বা সবজির খোসা ছাড়িয়ে খাওয়ার অভ্যাস আমাদের। কিন্তু খেয়াল করে দেখবেন আশপাশে অনেকেই খোসা-সহ সবজি খেয়ে থাকেন এবং দাবি করেন খোসায় নাকি অনেক গুণ। অবশ্য এই যুক্তি যে সবটা ভিত্তিহীন এমনটা নয়। সব রকম সবজি বা ফল খোসা-সহ খাওয়া না গেলেও শসা কিন্তু খোসাসহ খেলেই ভালো।

পুষ্টিবিদদের মতে, সবজির সবুজ রঙের খোসায় অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের পরিমাণ সব চেয়ে বেশি থাকে। শুধু তাই নয়, খোসা-সহ শসায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য কমাতে খুবই কাজে দেয় শসা। এ ছাড়াও শসার খোসায় রয়েছে বিভিন্ন রকম খনিজ, ভিটামিন কে এবং ভিটামিন সি। শসার খোসা ছড়িয়ে ফেললে তা বাদ চলে যায়। তবে, খাওয়ার আগে খোসা-সহ শসা খাওয়ার আগে অবশ্যই ভালো করে ধুয়ে নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন পুষ্টিবিদরা।

ডিম শরীরের জন্য খবুই উপকারী

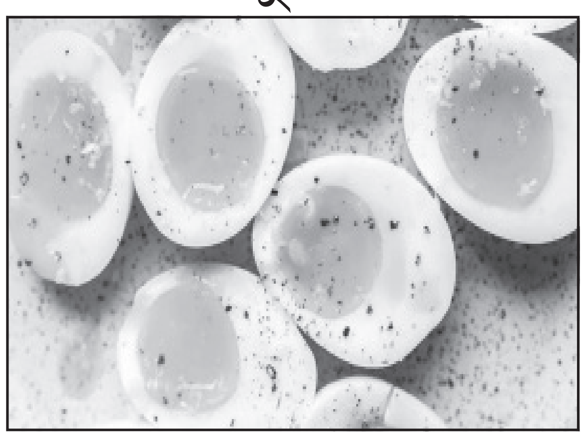

ডিম যেমন পুষ্টিকর খাবার তেমনি সুস্বাদুও। ডিম দিয়ে তরকারি, ভুনা, কোরমা যাই তৈরি করা হোক না কেন, সবচেয়ে বেশি পুষ্টি লুকিয়ে আছে কিন্তু ডিম পোচ, ওমলেট আর সেদ্ধ ডিমে। পুষ্টিবিদরা বলছেন, পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ দিয়ে ডিম ওমলেট করার চেয়ে বেশি সেদ্ধ বা পোচে বেশি পুষ্টিগুণ থাকে।

তবে অনেকেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন-পোচে বেশি পুষ্টিগুণ নাকি সেদ্ধ ডিমে। ডিমে ফলেট, কোলিন, ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, ভিটামিন ই, লেটিইন এবং জি-অ্যাকজানথাইন থাকে। যা শরীরের জন্য খবুই উপকারী। সেদ্ধ ডিমে এসব উপাদান অক্ষুণ থাকার পাশাপাশি ক্যালরির পরিমাণ থাকে ৭০ ভাগ।

অথচ পোচ ডিমে ক্যালরির পরিমাণ থাকে ৯০ ভাগ। তাই পোচ ডিম খেলেই বেশি পুষ্টি আর লাভ হবে আপনার। পোচ করা ডিমের পুষ্টিমান আরও বাড়াতে সরিষা তেলে ডিম ভেজে নিতে পারেন। আর শিশুদের ক্ষেত্রে ডিম পোচ করতে তেলের পরিবর্তে গরম জলর মধ্যে ডিম পোচ করে নিতে পারেন।

শনিবারের সন্ধেবেলা মুখরোচক কাটলেট খাওয়ার সাধ মেটাতে পারে ওটস

শনিবারের বিকাল মানেই ছুটির আমেজ। কাজের ঝামেলা নেই। আগামিকাল অফিস যাওয়ার তাড়া নেই। সুতরাং, আজ রাতে জমিয়ে আনন্দও করা যাবে। আর তার সঙ্গে থাকবে খাওয়া-দাওয়া। যদিও স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করতে গিয়ে রাস্তার খাবার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন অনেকেই। তবু মাঝে মাঝে মুখরোচক খাবার খেতে ইচ্ছা যায়। যদিও বেশিরভাগ মানুষের ধারণা মুখরোচক খাবার মানে স্বাস্থ্যকর নয়। কিন্তু সঠিক পদ বেছে নিলে পাল্টে যাবে এই ধারণাও। বাড়িতে আপনি বিরিয়ানি থেকে চাউমিন সবই রেঁধে নিতে পারেন কম তেলে। কিন্তু ছুটির দিনে কে আর ঝক্কি পোহাতে হয়। সহজ ও মুখরোচক খাবারের খোঁজে থাকলে সন্ধেবেলা বানিয়ে নিতে পারেন ওটসের কাটলেট।

ওটস যে স্বাস্থ্যকর সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। হার্ট থেকে শুরু করে পেট, সব কিছুর খেয়াল রাখে ওটস। জলখাবারে এখন অনেকেই ওটসের তৈরি পদ খান। ওটসের পুডিং, মশলা ওটস, ওটসের পায়েস, ইডলি, পোলাও এই ধরনের খাবারগুলো যেমন সুস্বাদু হয়, তেমনই স্বাস্থ্যকর। তাছাড়া এক বাটি ওটস খেয়ে নিলে খিদেও পায় কম। কিন্তু মুখরোচক খাবার হিসেবে অনেকেই ওটসকে এড়িয়ে যান। অন্যান্য পদগুলোর মতোই ওটসের কাটলেটও সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর।

যাঁরা ওজন কমাচ্ছেন, কোলেস্টেরল রয়েছে কিংবা ডায়াবেটিসে ভুগছেন, তাঁদের তেলে ভাজা কোনও খাবার চলে না। সেক্ষেত্রে আপনি এই ওটসের কাটলেট বানিয়ে খেতে পারেন। এতে তেলে পরিমাণ নামমাত্র। আর ফাইবার থাকে ভরপুর পরিমাণে। চায়ের সঙ্গে যখন আড্ডা জমবে, সেখানে এই ওটসের কাটলেট আসর ভরিয়ে রাখবে। তাহলে দেরি কিসের, চলুন দেখে নেওয়া যাক এই ওটসের কাটলেট তৈরির সহজ রেসিপি।

ওটসের কাটলেট তৈরির রেসিপি- প্রথমে ১ কাপ ওটস নিয়ে শুকনো কড়াইতে ভেজে নিন। ওটসটা আলাদা পাত্রে রেখে দিন। ২টো আলু সেদ্ধ করে নিয়ে চটকে মেখে নিন। ওটসের সঙ্গে আলু সেদ্ধ মাখা, ১/২ কাপ গ্রেট করা পনির, ১/২ টেবিল চামচ আদা বাটা, ২ টেবিল চামচ গাজর কুচি, ২ টেবিল চামচ ক্যাপসিকাম কুচি ভাল করে মিশিয়ে নিন। এবার এতে নুন, মরিচ, গরম মশলা মিশিয়ে দিন। মিশ্রণটি ভাল করে মেখে নেবেন। তারপর এই মিশ্রণ থেকে লেচি কেটে কাটলেটের আকার দিন। আপনি গোল আকারেরও বানাতে পারেন, আবার ডায়মন্ড শেপও দিতে পারেন। এবার ফ্রাইং প্যানে ২ চামচ সাদা তেল গরম করুন। ওটসের কাটলেটগুলো ভেজে নিন। কাটলেটের উভয় দিক ভাল করে ভেজে নেবেন। এবার টমেটো সস বা মেয়োনিজ দিয়ে পরিবেশন করুন ওটসের কাটলেট।

পেঁপে-গাজর দিয়ে কষিয়েই রাঁধুন মাংসের ঝোল

আপাতত গরম কমার কোনও সম্ভাবনা নেই। গড়মের পারদ যে ভাবে চড়ছে এই এপ্রিলেই তা রীতিমতো ভয় ধরানো। এদিকে গরম পড়লেই শরীরে দেখা দেয় একাধিক সমস্যা। পেট খারাপ, পেট গরম, হজম না হওয়া এরকম সব সমস্যা লেগেই থাকে। কোন খাবার থেকে হঠাতকরে সমস্যা হয়ে যায় তা বোঝাই যায় না। গরমে যত বেশি হালকা খাবার খাওয়া যায় ততই ভাল।

তাই বলে গরমের রবিবারে তো আর চিকেনের স্ট্যু খেতে ইচ্ছে করে না। যাঁরা হার্টের সমস্যায় ভুগছেন, লিভারের সমস্যা রয়েছে তাঁরা অধিকাংশ দিনই চিকেন্র এমন হালকা পাতলা ঝোল খান। রবিবারেও গাজর, পেঁপে দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন চিকেনের ঝোল। ভয় নেই এই চিকেন কিন্তু ট্যালট্যালে হয় না কম মশলা দিয়ে কষিয়েই রান্না করে নিতে পারবেন। আর হরম ভাতের সঙ্গে খেতেও লাগবে ভাল। মাংস ভাল করে ধুয়ে নিয়ে নুন, টকদই, গোলমরিচের গুঁড়ো আর সামান্য লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে মাখিয়ে রাখুন ১ ঘন্টা। বড় বড় করে গাজর, আলু আর পেঁপে কেটে নিন। কড়াইতে বড় দেড় চামট তেল দিয়ে প্রথমে গোটা গরম মশলা দিয়ে দিন। এবার পেঁয়াজ কুচি, ১ চামচ আদা বাটা, ১ চামচ রসুন বাটা মিশিয়ে দিন। এবার একটা টমেটো দিয়ে নেড়ে চেড়ে গাজর, আলু, পেঁপে দিয়ে কষতে দিন। সামান্য হলুদ, নুন, জিরে গুঁড়ো মিশিয়ে কষতে থাকুন। সবজি সামান্য সিদ্ধ হয়ে এলে ওর মধ্যে চিকেনের টুকরো মিশিয়ে আবারও কষাতে থাকুন। একদম লো ফ্লেমে রেখে কড়াইতে ঢাকা দিয়ে দিন। এভাবে রাখলেই চিকেন থেকে জল ছেড়ে আসবে। টক দই মেশানোতে আলাদা করে জল দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। চিকেনের তেল আর দই এর মধ্যে নিজস্ব যে জল থাকে তাতেই পুরো রান্নাটি হবে। এবার নামানোর আগে এই চিকেন কষাতে সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। ঝাল থেকে চাইলে কাঁচালঙ্কা চিরে মিশিয়ে দিতে পারেন। ব্যাস, তৈরি চিকেনের হালকা-পাতলা কারি। গরম ভাতে এই চিকেনের সঙ্গে সামান্য লেবুর রস দিয়ে মেখে খেলে খেতেও বেশ ভাল লাগবে।

' প্রিয় '

পূজা চক্রবর্তী

প্রিয়, তোমায় নিয়ে কাব্য লেখা ,
এক পলকের একটু দেখা
আর হলো না,আর হলো না!

তোমার ঐ মন ভোলানো মিষ্টি হাসি,
ঠিক যেনো হৃদয় চোরা শ্যামের বাঁশি।

তোমার ঐ সুমধুর নয়নের মায়াময় হাতছানি,
হৃদয় মোর বেঁধেছে গোপনে টানি।

কঠিনের মাঝে যে কোমলের -ই বাস,
তা তোমার হৃদয়ের চঞ্চলতায় প্রকাশ।

তোমার হৃদয়ের গভীর ভাঁজ,
তারই মাঝে মেঘ জমেছে,
বৃষ্টি হবে , বৃষ্টি হবে আজ।

হৃদয় বীণা , কিছু বলবে কি না?
সে তো , আমি জানি না, জানি না!

হাজার লোকের জল্পনায়,
আঁধার রাতের কল্পনায়,
থাকবো মোরা দুজনায়।

বাস্তবেতে স্মৃতির পাতায়,
নয় কো তোমার মনের খাতায় !
ঝগড়া ঝাটি, কথায় কথায়।

প্রিয়,আর হবে না দেখা ,
হয়তো আর হবে না কথা,
আর হবে না, নয়নে নয়ন রাখা!

মেঘ জমিয়ে বুকের মাঝে!
ব্যস্ত থাকবো নানান কাজে,

হঠাৎ যদি পড়ে মনে,
' ভালবাসি ভালবাসি ' বলবো আনমনে।

নিদ্রাহীন নয়ন যখন,
আঁধারে খুঁজে বেড়ায় আলো,
নীরব রাত তখন প্রশ্ন করে তোমায়,
প্রিয় , বাসো কি ভালো?

তোমার অপেক্ষায় দিনের পর দিন,
ঘন্টার পর ঘন্টা, প্রহরের পর প্রহর।
এভাবেই কেটে যাবে বুঝি,
বছরের পর বছর?

প্রিয়, তোমায় নিয়ে কাব্য লেখা ,
এক পলকের একটু দেখা
এই জনমে ,আর হলো না,আর হলো না!

জড়িয়ে তোমার হাত দু-খানি,
বলতে আজও পারিনি আমি,
ভালোবেসেছি তোমায় প্রিয়, কত খানি?

মনের সুরে, গোলাপ হাতে,
হৃদয় তোমার পারিনি ছুঁতে

হৃদয় ডাকছে রঙবাহারে,
কোন সমুদ্র ? কোন পাহাড়ে?

যেথা জেদ,রাগ, ভয়, হয় নিরাকার,
সেথা সব রং মিলেমিশে হয় একাকার।
সেথা যাবার সাধ জাগে, হৃদয় মাঝে, বারংবার।

দাড়িয়ে আছে কল্পতরু,
তবু , শেষ থেকে শুরু,
এই জনমে আর হলো না, আর হলো ।

উত্তরাখণ্ড : ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় তুষার ধসে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি, হুমকির মুখে সেতু

গোপেশ্বর, ১৬ জুলাই (হি.স.) : উত্তরাখণ্ডের ভারতীয় সীমান্ত এলাকার নিতি উপত্যকার মালারি সুমনা এলাকায় আবারও তুষার ধস। রবিবারের এই ঘটনায় গিরথী নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় সীমান্ত এলাকার সংযোগ সেতু হুমকির মুখে পড়েছে। তবে দুর্য়োগ মোকাবিলা দফতর বলছে যে এই অঞ্চলে তুষার ধস সাধারণ ঘটনা।

রবিবার, আবারও নিতি উপত্যকা অঞ্চলের মালারি সুমনা এলাকায় তুষার ধসের খবর পাওয়া গেছে, যার জেরে মালারি থেকে আট কিলোমিটার এগিয়ে গিরথী নদীর উপর সেতুটি হুমকির মুখে পড়েছে। এই সেতুটি ভেসে গেলে আবারও সদর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে উপত্যকার মানুষ। উল্লেখ্য, গত ১০ জুলাই সন্ধ্যায় নিতি উপত্যকার মালারি এলাকায় হিমবাহ ভেঙে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় জুম্মার নিকটবর্তী সীমান্ত এলাকায় সংযোগকারী সেতুটি ভেসে যায়। এতে ওই এলাকার ১৫টিরও বেশি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শুক্রবার বিআরওর পক্ষ থেকে এখানে একটি অস্থায়ী সেতু নির্মাণ করে যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা করা হলেও রবিবার আবারও তুষার ধসের ফলে গিরথী নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে সেখানে নির্মিত সেতুটি ডুবে গেছে। দুর্য়োগ মোকাবিলা দফতরের মতে এই এলাকায় তুষার ধসের ঘটনা স্বাভাবিক। তুষার ধসের খবর পাওয়া গেলেও কোনো বিপদ নেই।

অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করলেন ওমপ্রকাশ রাজভর

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি. স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করলেন সুহেলদেব ভারতীয় সমাজ পার্টির সভাপতি ওমপ্রকাশ রাজভর। শনিবারই সাক্ষাতের পরই এনডিএ জোটে তাঁর দলের পুনরায় যোগদানের সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়ে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটে তাদের স্বাগত জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এটি উত্তর প্রদেশে জোটকে শক্তিশালী করবে। রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ টুইটারে ওপি রাজভরের সঙ্গে সাক্ষাতের ছবি পোস্ট করেন। ছবির ক্যাপশনে লেখেন, "দিল্লিতে ওপি রাজভরজির সঙ্গে দেখা করলাম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে এনডিএ জোটে সামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ওঁকে এনডিএ-তে স্বাগত জানাচ্ছি। রাজভরজির আগমনে উত্তর প্রদেশে এনডিএ আরও শক্তিশালী হবে।"

সুহেলদেব ভারতীয় জনতা পার্টি ২০২২ সালের উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে মুলায়ম সিং যাদব-অখিলেশ যাদবের দল সমাজবাদী পার্টির জোটসঙ্গী ছিল। পূর্ব উত্তর প্রদেশে ওবিসি ভোটারদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব রয়েছে সুহেলদেব ভারতীয় জনতা পার্টির। এদিন এনডিএ জোটে সামিল হওয়ার পরই ওপি রাজভর বলেন, "বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচার, দেশের নিরাপত্তা ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণি, দলিত, মহিলা, কৃষক, যুবদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে লড়ব।"

বানভাসি উত্তরবঙ্গে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে দল পাঠাচ্ছেন মমতা

কলকাতা, ১৬ জুলাই (হি. স.) : : ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলা। বৃষ্টির জলে ফুলেফেঁপে উঠেছে নদীর জল। বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে নদীর জল। এর মধ্যে ভুটানেও বৃষ্টির জেরে হরপা বান নেমেছে উত্তরবঙ্গের একাংশে। এর জেরে জলমগ্ন পরিস্থিতি আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি। এমন বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে উচ্চ পর্যায়ের বিশেষ বিপর্যয় মোকাবিলা দল পাঠাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার টুইট করে মমতা জানিয়েছেন, 'উচ্চপর্যায়ের বিপর্যয় মোকাবিলায় দক্ষ টিমকে সোমবার পাঠাচ্ছি উত্তরবঙ্গে। সেচমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের সমস্ত আধিকারিকরা পরিস্থিতি উন্নত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন প্রতিমুহূর্তে। বৃষ্টিতে চাষের ক্ষতির বিষয়টিও দেখছে এগ্রিকালচার দফতর। আমি নিজেও বিষয়টির উপর নজর রাখছি।' বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার উদ্ধার কাজ চালাচ্ছেন। উদ্ধারে হাত লাগিয়েছে কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দল। পুরো বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী নিজে নজরদারি করার সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকেও ২৪ ঘণ্টা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ভারী বৃষ্টিপাত চলছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে রবিবারও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও দার্জিলিং, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদাতেও রয়েছে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।

মিজোরামে ২৫ কোটি টাকার হেরোইন বাজেয়াপ্ত, গ্রেফতার সাত

আইজল, ১৬ জুলাই (হি. স.) : মিজোরামে ২৫ কোটি টাকার হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। রবিবার পুলিশ সূত্রে খবর, আবগারি ও মাদকদ্রব্য দফতর অভিযান চালিয়ে হেরোইন উদ্ধার করেছে। বাজেয়াপ্ত হেরোইনের পরিমাণ ৫ কেজির বেশি বলে জানা গেছে।

চৈচল এলাকায় একটি বোলেরো ও একটি গ্র্যান্ড ভিটারা গাড়ি থেকে হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ৪৩৬টি সাবানের বাক্সে ভরে হেরোইন সরবরাহ করা হচ্ছিল। ত্রিপুরা থেকে চার পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতার হওয়া চার চোরাকারবারির নাম জামির হোসেন, মরম মিয়া, আমির হোসেন ও সুকান্ত কর্মকার। একই সঙ্গে তিন মিজো মাদক পাচারকারীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। মিয়ানমার থেকে অসমে মাদক সরবরাহ করা হচ্ছিল। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে

শারদ পাওয়ারের সঙ্গে দেখা করলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার ও এনসিপি মন্ত্রীরা

মুম্বই, ১৬ জুলাই (হি.স.) : ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) তে বিদ্রোহের পর রবিবার দক্ষিণ মুম্বইয়ের যশবন্তরাও প্রতিষ্ঠানে এনসিপি সভাপতি শরদ পাওয়ারের সাথে দেখা করেন উপ মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং এনসিপি নেতা প্রফুল প্যাটেল, বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার নরহরি ঝিরওয়াল সহ এনসিপি-র আট মন্ত্রী প্রায় এক ঘন্টা ধরে শারদ পাওয়ারের সাথে বৈঠক করেন।

বৈঠকের পর প্রফুল্ল প্যাটেল সাংবাদিকদের বলেন, আগামীকাল থেকে রাজ্য বিধানসভার বর্ষা অধিবেশন শুরু হচ্ছে। এই কারণে, আজ আমরা শরদ পাওয়ারের সময় না নিয়ে যশবন্তরাও চ্যাহ্বান প্রতিষ্ঠানে পৌঁছেছি। প্যাটেল বলেন, আমরা সবাই শরদ পাওয়ারকে বলেছিলাম যে দলের মধ্যে কোনও ধরণের বিবাদ হওয়া উচিত নয়।

আমরা সবাই এনসিপিতে থেকে কাজ করতে চাই। শরদ পাওয়ারের সরকারে যোগদানের কারণগুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শারদ পাওয়ার সবই মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন, কিন্তু এখনও এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত দেননি।

এনসিপির অন্যান্য পদাধিকারীদের সঙ্গে আলোচনা করছেন শরদ পাওয়ার। তার বিস্তারিত এখনও পাওয়া যায়নি। উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীস বলেছেন, এই বৈঠকের ভুল ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। এ ধরনের বৈঠককে ইতিবাচকভাবে দেখা উচিত। এই বৈঠকে সরকারের কোনও পার্থক্য হবে না।

বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৫৯ জন

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ আপাতত নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৯ জন। শনিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪৩২ জনে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১৫।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬১,৫৩১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৫৬৩ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৪৭,৬৬৬ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৫ জুলাই সারা দিনে ভারতে ৪৮,৪৯৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

পুঞ্চে ভূমিধস, মুঘল রোড দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ

জম্মু ১৬ জুলাই (হি.স.)। পুঞ্চ জেলার মুঘল রোডের কাছে রাস্তা ছাম্ব এলাকায় রবিবার ভূমিধসের পরে মুঘল রোড যানবাহন চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

একটি টুইট বার্তায়, ট্র্যাফিক পুলিশ বলেছে, 'রবিবার বিকেলে রাস্তা ছাম্বে ভূমিধস এবং পাথর পড়ার কারণে মুঘল রোড অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। তিনি জানান, সংস্কার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জনগণকে এই পথ ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ভূমিধস বন্ধ হয়ে গেলে রাস্তাটি পরিষ্কার করে আবার যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

লুকসানে হাতির হানায় তছনছ ৩০০ সেগুন গাছ

নাগরাকাটা, ১৬ জুলাই (হি. স.) : শিলিগুড়ির লুকসানের কালীখোলা বস্তিতে ৩০০ সেগুন গাছ লন্ডভন্ড করে দিল ডায়নার জঙ্গলের একপাল হাতি। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় ও বন দফতর সূত্রেই জানা গিয়েছে, অন্তত ১৫টি হাতির একটি দল ওই সেগুন বাগানে হামলা চালায়। তছনছ করে ৩ বিঘা জমি। একেকটি সেগুন গাছের বয়স ৫ বছর হয়ে গিয়েছিল। হাতির পাল সেগুনের কান্ডের বাকল বের করে সেগুলি সাবাড় করে। কৃষক রামকুমার কাটোয়াল বলেন, 'হাতির আতঙ্কে ধান, ভুট্টার মতো চাষাবাদ ছেড়ে দিয়ে সেগুন লাগিয়ে এটারও যে এমন পরিণতি হবে কে জানতো! সরকারি ক্ষতিপূরণ না মিললে এখন ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব নয়।' তাঁদের দাবি, ক্ষতির পরিমাণ কোটি টাকার ওপরে। বন দফতরের ডায়না রেঞ্জের রেঞ্জার অশেষ পাল বলেন, 'হাতির পালের গতিবিধির প্রতি সতর্ক নজর রেখে চলা হচ্ছে।'

ভোট সন্ত্রাসে কংগ্রেস কর্মীদের মুত্যুতে রাহুলের মুখ বন্ধ কেন, প্রশ্ন অমিত মালব্যের

কলকাতা, ১৬ জুলাই (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোটে কংগ্রেস কর্মীদের মৃত্যু নিয়ে মুখ না খোলার জন্য রাহুল গান্ধীর দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান এবং পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব প্রাপ্ত নেতা অমিত মালব্য। টুইটে তাঁর প্রশ্ন, "রাহুল গান্ধীর কি পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোটে কংগ্রেস কর্মীদের মৃত্যু নিয়ে কথা বলার মতো শক্তি আছে? যেখানে বেশ কয়েকজন কংগ্রেসকর্মীকে ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে? নাকি তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভয় পান। তিনি মৃত কংগ্রেসকর্মীদের পরিবারকে সমবেদনা জানাবেনও না?"

প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামে এক কংগ্রেস কর্মী খুন হন। তার পর পঞ্চায়ের আগে ও পরে একাধিক কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছেন। ভোট মিটে যাওয়ার পরও মৃত্যুর খবর আসছে। রাজ্যে ভোট সন্ত্রাসের বলি ৫০ পেরিয়েছে। গত ৯ জুন থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত ৩০ জন তৃণমূল কর্মী খুন হয়েছেন। বিজেপির ৭ এবং কংগ্রেস ৪ জন।

তবে নিজের দলের কর্মী সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মৃত্যু নিয়ে সবর হয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। ভোট সন্ত্রাসে নিহতদের পরিবার ও আহতদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। প্রথম দিকেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি করে আসছেন তিনি। আবার ভোটের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও কাজে না লাগানোর বিরুদ্ধেও তিনি কমিশন এবং রাজ্য সরকারকে নিশানা করেছেন। কিন্তু বিজেপি চাইছে রাজ্যে ভোট সন্ত্রাসে মৃত্যু নিয়ে মুখ খুলুন রাহুল গান্ধী।

পঞ্চায়েত ভোটের আগে একাধিক প্রচার সভায় কংগ্রেসকে নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন তৃণমূল সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রে বিজেপির বিরুদ্ধে সহযোগিতার লাইন নিলেও রাজ্যে কংগ্রসের সঙ্গে দুরত্ব বজায় থাকবে। কারণ, অধীর চৌধুরী আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, কেন্দ্র যা হচ্ছে তার সঙ্গে রাজ্যের কোন সম্পর্ক নেই। রাজ্যে তারা শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জারি রাখবে। তারই প্রেক্ষিতে, তৃণমূল নেত্রী জানিয়ে দেন রাজ্যে যদি কংগ্রেস সহযোগিতা চাইতে আসে তবে তাঁরা হাত বাড়িয়ে দেবে না।

এই অবস্থায় বেঙ্গালুরুতে বিরোধী বৈঠকের ঠিক দুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গে ভোট সন্ত্রাস প্রসঙ্গ তুলে রাহুল গান্ধীকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য।

উত্তর প্রদেশের মিড-ডে মিলের খাবার খেয়ে অসুস্থ দুই স্কুলের ৪০ পড়ুয়া

লখনউ, ১৬ জুলাই (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশের সরাই গুলারিয়া এবং বালাপুর গ্রামে মিড-ডে মিলের খাবার খেয়ে অসুস্থ দুই স্কুলের মোট ৪০ জন ছাত্রছাত্রী। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে।

জানা গিয়েছে, মিড মিলের খাবারের মধ্যে পোকামাকড় পড়ে গেছিল সেই কারণে খাবারটি বিষাক্ত হয়েছিল। সেই খাবারই পড়ুয়ারা খেয়েছিল। ফলে তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। শনিবার রাতে সবাইকে তড়িঘড়ি ছাত্রছাত্রীদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রবিবার হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, এখন প্রত্যেকেই বিপদের বাইরে রয়েছে। বর্তমানে তাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চোপড়ায় গর্ভপাতের সময় মহিলার মৃত্যুর অভিযোগে গ্রেফতার হাতুড়ে চিকিৎসক

চোপড়া, ১৬ জুলাই (হি. স.) : গর্ভপাতের সময় মহিলার মৃত্যুর অভিযোগে গ্রেফতার হলেন হাতুড়ে চিকিৎসক তথা চোপড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন। রবিবার দুপুরে তাঁকে গ্রেফতার করে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার পুলিশ। যদিও এটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে দাবি করা হয়েছে কংগ্রেসের তরফে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হাতুড়ে চিকিৎসক মসিরউদ্দিনের বিরুদ্ধে গর্ভপাতের সময় এক মহিলার মৃত্যু অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিন মসিরউদ্দিন বলেন, 'দোকানে এসেছিলাম পুলিশ তুলে এনেছেন। এটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।' কংগ্রেস নেতা অশোক রায় বলেন, 'এদিন দলের ব্লক সভাপতিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই হতে পারে না।' প্রসঙ্গত, গত মার্চ মাসে ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজার এলাকায় মসিরউদ্দিনের ওষুধের দোকান সিল করা হয় প্রশাসনের তরফে।

মরিয়নিতে চা বাগান ফ্যাক্টরির সিটিসি মেশিনে ক্ষতবিক্ষত শ্রমিকের পা

মরিয়নি (অসম), ১৬ জুলাই (হি.স.) : যোরহাট জেলার অন্তর্গত মরিয়নিতে নিউ সনোয়াল চা বাগানের ফ্যাক্টরিতে সিটিসি মেশিনের সংস্পর্শে এসে জনৈক শ্রমিকের একটি পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ঘটনা আজ রবিবার ভোরের দিকে সংঘটিত হয়েছে।

অন্য দিনের মতো আজ ভোররাতে বাগানের ফ্যাক্টরিতে সিটিসি মেশিনে চা তৈরির কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন মহেশ কোঁওর নামের শ্রমিক। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে আচমকা তাঁর ডান পা মেশিনের সংস্পর্শে চলে যায়। কেটে যায় তাঁর পা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়ায় গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। জানা গেছে, তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়েছে। কাটা অংশ থেকে সংক্রমণ যাতে গোটা শরীরে না ছড়ায়, সে জন্য চলছে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা।

ক্যানিংয়ে তৃণমূলের বুথ সভাপতির খুনের ঘটনায় গ্রেফতার ৩

ক্যানিং, ১৬ জুলাই (হি. স.) : শুক্রবার রাতে ক্যানিংয়ে খুন হয়ে গিয়েছিলেন তৃণমূলের বুথ সভাপতি নান্টু গাজি। অভিযোগের তির ছিল আইএসএফের দিকে। এ ঘটনায় এবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। রবিবার আলিপুর আদালতে তোলা হয়। খুনের আসল কারণ জানতে তিনজনকেই নিজেদের হেফাজতে নিতে চাইছে পুলিশ।

ধৃতেরা হল রশিদ জমাদার, মোসলেম গাজি, ওরমজান গাজি। সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতে বাজারে গিয়েছিলেন ক্যানিং থানা এলাকার ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঁতুলতলা গাজিপাড়ায় ২৪২ নম্বর বুথ তৃণমূলের সভাপতি নান্টু গাজি। অভিযোগ, বাড়ি ফেরার পথে রাস্তাতেই তাঁকে ঘিরে ধরে একদল দুষ্কৃতী। বেধড়ক মারধর করা হয়। কোপানো হয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন নান্টু। ঘটনার ঘটনার তদন্তে নামে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

রঙিয়া পুলিশের অভিযানে চুরির পালসার বাইক সহ গ্রেফতার তিন কুখ্যাত চোর

রঙিয়া (অসম), ১৬ জুলাই (হি.স.) : কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার অন্তর্গত রঙিয়ায় আজ পুলিশের জালে পড়েছে কুখ্যাত তিন মোটর বাইক চোর। তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি চুরির পালসার বাইক। ব্যক্তিগত গোপন সূত্রের কাছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আজ রবিবার সকালে টাউন দারোগা সমরজ্যোতি ডেকা এবং কয়েকজন পুলিশকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে রঙিয়া থানার ওসি ভাস্করমল্ল পাটোয়ারি বাইক চোরদের পকড়াও করতে অভিযানে নামেন। ওই অভিযানে তিন কুখ্যাত বাইক চোর যথাক্রমে বাইহাটা চারিআলি থানাধীন জটিয়া ভাংড়া গ্রামের মইনউদ্দিন আহমেদ, নগাঁও জেলার কঠিয়াতলির দ্বীপ বড়ো, নলবাড়ি জেলার হরিপুরের শাহিল আহমেদকে আটক করা হয়।

ওসি ভাস্করমল্ল পাটোয়ারি জানান, রঙিয়া রেলওয়ে জংশনের কাছে এক জায়গায় হানা দিয়ে এএস ০১ ডিএ ০৩৬৭ নম্বরের ২২০ সিসি পালসার মোটর বাইকও উদ্ধার করেছেন তাঁরা। তিনি জানান, গুয়াহাটি মহানগরের ভরলুমুখ থানায় এএস ০১ ডিএ ০৩৬৭ নম্বরের ২২০ সিসি পালসার মোটর বাইক চুরি সংক্রান্ত লিখিত এক অভিযোগ দাখিল হয়েছিল। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে ৮৮/২৩ নম্বরে এক মামলা রুজু করে তদন্ত-অভিযান চালানো শুরু হয়। ধৃত তিনজনকে গ্রেফতার করে তাদের অপকর্ম সম্পর্কে আরও তথ্য উদ্ধার করতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, জানিয়েছেন রঙিয়া থানার ওসি ভাস্করমল্ল পাটোয়ারি।

বিজেপি কর্মীর রহস্য মৃত্যুতে ব্যাপক উত্তেজনা মালদায়

মালদা, ১৬ জুলাই (হি.স.) : রবিবার সকালে বিজেপি কর্মীর রহস্য মৃত্যুতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় মালদায়।

মালদার বামনগোলা ব্লকের মদনাবতি কয়নাদিঘীর গ্রামের ঘটনা। মৃতের নাম বুরন মুর্মু। তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে তৃণমূলের মদতে সরাসরি উঠেছে খুনের অভিযোগ। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, বুরন বাবুর পুত্রবধূ এইবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়। ভোটে পরাজিতও হয় বিজেপির কাছে। এরপরই পরিবারে অশান্তি তুঙ্গে ওঠে। এদিন সকালে বুরন মুর্মুর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তার শরীরেও আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, বিজেপির কাছে হেরে যাওয়ার আক্রোশে ছেলে বিপ্লব মুর্মু তার বাবাকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে। বিজেপি কর্মীর মৃত্যুতে সরাসরি তৃণমূলের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন এলাকার বিজেপি কর্মীরা।

ডিমডিমা নদী থেকে বালি বজরি তোলা নিয়ে বিবাদের জেরে খুন হলেন এক যুবক

বীরপাড়া, ১৬ জুলাই (হি.স.) : ডিমডিমা নদী থেকে বালি বজরি তোলা নিয়ে বিবাদের জেরে খুন হলেন এক যুবক। শনিবার রাতে আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া থানার ডিমডিমা চা বাগানে ঘটনাটি ঘটেছে। ওই ঘটনার পর থেকে রবিবার সকালে গোটা এলাকা থমথমে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম মুন্না তিরকি(৩৫)। বিবাদের জেরে আহত হয়েছেন তাঁর ভাই মুরাদ তিরকিও। দু'জনকেই রাতে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মুন্নাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসকরা স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেওয়ার পরই তাঁর মৃত্যু হয়। বর্তমানে মুরাদ বীরপাড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবককে গতকাল রাত ন'টা নাগাদ ওই এলাকার কয়েকজন দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত গ্রামে '৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম' কর্মসূচির সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের এক শ্রদ্ধা'লি হিসেবে গত ১৪ জলাই রাজ্যজড়ে '৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম' অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার ৭৫টি সীমান্ত গ্রামকে চিহ্নিত করে এ উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কমলপুর : কমলপুর মহকুমার বিলাসছড়া, মোহনপুর, মরাছড়া প'ায়েত এবং সেতরাই এডিসি ভিলেজে গত ১৪ জলাই '৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম' অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে। এই সীমান্ত গ্রামগুলিতে ৭৫টি বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। এই চারটি গ্রাম প'ায়েত ও ভিলেজ কমিটিতে আগামী ২০-২৬ জলাই পর্যন্ত নৃত্য, সংগীত, নাটক, অঙ্কনের উপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। তাছাড়াও অনুষ্ঠিত হবে গ্রামীণ ক্রীড়া। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি অনাদি সরকার, দুর্গাচৌমুহনি প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস, ভাইস চেয়ারম্যান তাপস পাল, মহকুমা শাসক এল দার্লং, বিডিও তুষার আলম সহ সংশ্লিষ্ট গ্রামের প্রধান ও উপপ্রধানগণ।

কা'নপুর : কা'নপুর মহকুমার দশদা ব্লকের উদ্যোগে ১৪ জলাই পশ্চিম ভাণ্ডারিমা ভিলেজে '৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে দশদা বিএসির চেয়ারম্যান উদাররাম রিয়াং। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী জন্মেজয় রিয়াং, দেরপোসাই রিয়াং, বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক বিদ্যামোহন জমাতিয়া। অতিথিগণ অনুষ্ঠান আয়োজনের গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বিলোনীয়া : বিলোনীয়া মহকুমার সাতটি গ্রাম প'ায়েতে ১৪ জলাই '৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম' অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। এরমধ্যে রাজনগর ব্লকের উত্তর শ্রীরামপুর, রাধানগর এবং জয়চাঁদপুর, ঋষ্যমুখ ব্লকের হরিপুর, বাঁশপদোয়া এবং অভয়নগর, ভারতচন্দ্রনগর ব্লকের লক্ষীপুর গ্রামে এই অনুষ্ঠানগুলি করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত ছিলেন ভারতচন্দ্রনগর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস, রাজনগর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তপন দেবনাথ ও ভাইস চেয়ারম্যান রতন সেন চৌধুরী, ঋষ্যমুখ প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বকুল দেবী দেবনাথ ও ভাইস চেয়ারম্যান বলরাম লস্কর, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক আশিস বিশ্বাস, ভারতচন্দ্রনগর ব্লকের বিডিও কাবেরী নাথ, ঋষ্যমুখ ব্লকের বিডিও জয়ন্ত দেব, বাঁশপদোয়া ব্লকের অতিরিক্ত বিডিও মিঠু দাসগুপ্ত সহ স্থানীয় জনগণ। অতিথিগণ '৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম' অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। এই উপলক্ষে এদিন প্রত্যেকটি গ্রাম প'ায়েতে সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিশালগড় : বিশালগড় মহকুমায় গত ১৪ জলাই '৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম' কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। মহকুমার ৫টি সীমান্তবর্তী গ্রাম প'ায়েতে একযোগে বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। মহকুমার পুরাথল-রাজনগর গ্রাম প'ায়েতে কর্মসূচির সূচনা করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস সহ অন্যান্যরা। তাছাড়া রাধানগর গ্রাম প'ায়েতে বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, কমলাসাগর গ্রাম প'ায়েতে বিশালগড় প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ছন্দা দেববর্মা এই কর্মসূচির সূচনা করেন। এছাড়াও এদিন কোনাবন ও কৈয়াঢেপা গ্রাম প'ায়েতেও এই অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়।

কৈলাসহর : আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে গত ১৪ জলাই মহকুমার রাঙ্গাউটি, শ্রীরামপুর এবং ভদ্রপল্লী গ্রাম প'ায়েতে '৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাঙ্গাউটি গ্রাম প'ায়েতে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধান গীতা শুক্লবৈদ্য। শ্রীরামপুর গ্রাম প'ায়েতে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন লাকি পাল দাস এবং ভদ্রপল্লী গ্রাম প'ায়েতে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি শ্যামল দাস। অনুষ্ঠানগুলিতে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক নবকুমার জমাতিয়া, চণ্ডিপুর ব্লকের বিডিও প্রসেনজিৎ মালাকার, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সহঅধিকর্তা বিশ্বজিৎ দেব প্রমুখ।

সোনামুড়া : সোনামুড়া মহকুমার কাঁঠালিয়া ব্লকের নিদয়া, নির্ভরপুর, দক্ষিণ পাহাড়পুর, কালাপানিয়া, শ্রীমন্তপুর এবং ব'নগর ব্লকের ব'নগর, উত্তর কলমচৌরা, মতিনগর, এনসি নগর ও রহিমপুর গ্রাম প'ায়েতে গত ১৪ জলাই '৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম' অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে। এই উপলক্ষে প্রতিটি গ্রাম প'ায়েতে ৭দিনব্যাপী সাংস্ক'তিক কর্মশালা আয়োজিত হবে। এছাড়াও অনুষ্ঠিত হবে গ্রাম প'ায়েতভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান।

খোয়াই : খোয়াই মহকুমায় পদ্মবিল ব্লকের বগাবিল এডিসি ভিলেজে গত ১৪ জলাই '৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম' কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রাক্তন বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পদ্মবিল ব্লকের বিএসি চেয়ারম্যান সুরজিৎ দেববর্মা, অতিরিক্ত জেলাশাসক কেশব কর, বিএসএফ ৮০ ব্যাটেলিয়নের সহকারি কমাণ্ডেন্ট মহেন্দর সিং, বিডিও স্বরূপা রিয়াং প্রমুখ। অনুষ্ঠান উপলক্ষে অতিথিগণ বৃক্ষরোপণ করেন। এছাড়া তুলাশিখর ব্লকের বাচাইবাড়ি এবং বনবাজার এডিসি ভিলেজে '৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম' অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তুলাশিখর ব্লকের বিএসি চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার দেববর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী মণীন্দ্র দেব, ডিসিএম বিপুল দাস প্রমুখ। এই উপলক্ষে সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এই কর্মসূচিতে খোয়াই ব্লকের গৌরনগর, পশ্চিম সিঙ্গিছড়া প'ায়েতে এদিন '৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, জিলা পরিষদের কর্মবিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুবত মজমদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী বীরতা সিং দত্ত, খোয়াই প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান টিংকু ভ-াচার্য প্রমুখ। এই উপলক্ষে এলাকার শিল্পীদের নিয়ে বিভিন্ন সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গণনাকেন্দ্র থেকে সিসিটিভি ফুটে চুরি ঘটনায় সরব বাম ও বিজেপি

বালুরঘাট, ১৬ জুলাই (হি. স.) : গণনাকেন্দ্র থেকে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং তার মেমোরি চুরি যাওয়ার বিষয়ে সামনে আসতেই রবিবার বাম ও বিজেপি কর্মীরা সরব হয়েছে।

গণনাকেন্দ্র থেকে চুরি গেছে সিসিটিভি, ইতিমধ্যেই এমন অভিযোগ তুলে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বিডিও অনুজ শিকদার। এনিয়ে ইতিমধ্যেই টুইট করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

গণনার দিন থেকে বিরোধীদের তরফে থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছিল গণনাকেন্দ্রে ব্যাপক কারচুপি করা হয়েছে। এমনকি গণনার দিন বিকেলে বালুরঘাটের জেলাশাসক ভবনের সামনে কারচুপির অভিযোগ তুলে বিডিও-র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার নিজে। পরে মধ্যরাত পর্যন্ত বালুরঘাট কলেজ অর্থাৎ গণনাকেন্দ্রের সামনে ঠাঁই বসে থাকেন তিনি। এই ঘটনার পর সিসিটিভি ক্যামেরা চুরি যাওয়ার যে তথ্য সামনে এসেছে তাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতর।

বিরোধীদের দাবি, এটা পরিকল্পনামাফিক করা হয়েছে। যেহেতু বিজেপি বিষয়টি নিয়ে আদালতে যাবে এবং আদালত সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে চাইতে পারে তাই আগেভাগেই সেগুলিকে হারিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন বিডিও। যদিও এনিয়ে বালুরঘাটের বিডিও সহ জেলা পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা কেউ ফোন ধরেননি।

অরুণাচলে প্রবল বর্ষণ, গভীর খাদে পাসিঘাট-পাঙ্গিন সড়ক, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা

ইটানগর, ১৬ জুলাই (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশে গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে তলিয়ে গেছে পাসিঘাট-পাঙ্গিন সড়ক। ফলে সংশ্লিষ্ট সড়কে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে যোগাযোগ ব্যবস্থা।

অরুণাচল প্রদেশ ও পার্শবর্তী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে বেশ কয়েকদিন ধরে প্রবল বৃষ্টিপাত হচ্ছে। বর্ষণের জেরে এই কয়দিন অরুণাচল প্রদেশের বেশ কিছু অঞ্চলে রাস্তা ও জনবসতি এলাকায় ঘন ঘন পাহাড় ধসে পড়ছে। সংশ্লিষ্ট জেলা ও মহকুমা প্রশাসন ধস সরিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না।

এরই মধ্যে টানা ভারী বৃষ্টির ফলে আজ রবিবার সকালে পাসিঘাট-পাঙ্গিন সড়ক ভেঙে গভীর খাদের সঙ্গে মিশে গেছে। ফলে পূর্ব সিয়াং জেলার পাসিঘাট শহর এবং সিয়াং জেলার পাঙ্গিনের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এদিকে নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে উদ্ধার অভিযান চলছে।

অন্যদিকে বর্ষার তাণ্ডব অব্যাহত থাকায় ইতিমধ্যে রাজ্যের ধস-প্রবণ জেলাগুলির প্রশাসন স্থানীয় বাসিন্দাদের রাস্তাঘাটে ভ্রমণ এড়াতে সতর্কতা জারি করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজের সঙ্গে দেখা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব

ভোপাল, ১৬ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব রবিবার ভোপালে থাকার সময় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যাদবকে তাঁর বাসভবনে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান। শরীর ঢেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যাদবকে অভিনন্দন জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী টুইটারে লিখেছেন, আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ। এ উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে রাজ্যের কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অর্থপূর্ণ আলোচনা হয়।

উল্লেখযোগ্যভাবে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যাদব বর্তমানে ভোপালে তিন দিনের সফরে রয়েছেন। বিজেপি হাইকমান্ড তাকে মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের ইনচার্জ নিয়োগ করেছে। ভোপালে থেকে তিনি বুথ থেকে রাজ্য স্তরের পদাধিকারীদের সঙ্গে বসে নির্বাচনী প্রস্তুতির কৌশল তৈরি করছেন।

বাকসায় পুলিশি অভিযানে বমাল গ্রেফতার তিন মাদক কারবারি

বাকসা (অসম), ১৬ জুলাই (হি.স.) : বাকসা জেলার অন্তর্গত গোবর্ধনায় ড্রাগস-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তিন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত তিন ড্রাগস-মাফিয়াকে কুঠুরিঝাড়ের সাদ্দাম হুসেন, উত্তর সাফাকামারের দুজন আজিজুল রহমান ও রিয়াজুল আলি বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ।

জেলা পুলিশের সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ রবিবার সকালে অভিযান চালিয়ে বাকসার শালবাড়ি গোবর্ধনা পুলিশ সাদ্দাম হুসেন, আজিজুল রহমান ও রিয়াজুল আলির হেফাজত থেকে ১১টি ড্রাগস ভরতি কন্টেইনার, দুটি সিরিঞ্জ, দুটি মোবাইল ফোনোর হ্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত করেছে। বাজেয়াপ্তকৃত ড্রাগসগুলির পরিমাণ ১.০২১ গ্রাম বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

চিরাঙে উদ্ধার দেড় লক্ষাধিক টাকার ড্রাগস, ফেরার অভিযুক্ত গৃহস্থ

চিরাং (অসম), ১৬ জুলাই (হি.স.) : চিরাং জেলার বিজনি শহর সংলগ্ন পানবাড়ি থানাধীন ২ নম্বর গরাইমারিতে অভিযান চালিয়ে প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকার ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে আজ রবিবার পানবাড়ি সার্কল পুলিশ ইনস্পেক্টর পবিত্র খনিকর এবং পানবাড়ি থানার ওসি সাধন দত্তের নেতৃত্বে পুলিশের দল ২ নম্বর গরাইমাড়ির বাসিন্দা জনৈক আজবাহার আলির বাসায় অভিযান চালিয়ে ওই ড্রাগসগুলি উদ্ধার করেছে।

আজবাহার আলির বাসার গোপন জায়গা থেকে ড্রাগস ভরতি পাঁচটি প্যাকেট, ড্রাগস ভরতি সাতটি প্লাস্টিকের কন্টেইনার, দুটি নিষিদ্ধ কফ সিরাপ, একটি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট এবং আরেকটি শিশিতে ভরতি কিছু পরিমাণের ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশের অভিযানকারী দল। বাজেয়াপ্তকৃত সব ড্রাগসের ওজন ২২১.৯৩ গ্রাম।

তবে পুলিশি অভিযানের আগাম খবর পেয়ে পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে কুখ্যাত ড্রাগস কারবারি আজবাহার আলি (৪২)। পানবাড়ি থানার ওসি সাধন দত্ত জানান, শীঘ্রই তাঁরা আজবাহার আলিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হবেন।

ব্যালট পেপার

● **আটের পাতার পর** গিয়েছিল ব্যালট বাক্স। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দেদার ছাপ্পা, বুথ জ্যামের অভিযোগ তুলেছিল বিরোধীরা। রাজনৈতিক হানাহানিতে প্রাণও গিয়েছে বহু মানুষের। অসমর্থিত সূত্রে খবর, ভোট ঘোষণার পর থেকে রাজনৈতিক হানাহানিতে এখনও পর্যন্ত রাজে মৃতের সংখ্যা ৫৭।

অর্জুন সিং

● **আটের পাতার পর** সকলে একসঙ্গে বসে এটা নিয়ে আলোচনা দরকার। এরকম হানাহানির রাজনীতি থেকে সরে আসতে হবে। সকলে বসে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান না খুঁজলে এটা কখনও বন্ধ হবে না। স্বচ্ছভাবে এই হানাহানি বন্ধ করতে হবে। সরকারের সর্বদল বৈঠক ডাকা উচিত। এরকম পলিটিকাল ক্রাইম যাতে না হয়, তার জন্য বসা উচিত। যদিও অর্জুনের এই বক্তব্য প্রসঙ্গে বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "সরকারের কী করা উচিত, তা না বলে উনি যদি এসবের বিরুদ্ধে হন আগে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করুন। সন্ত্রাসের কথা বলেই একবার তো পদত্যাগ করেছিলেন। বিজেপিতে এসেছিলেন। আবার তৃণমূল কংগ্রেসেই ফিরে গিয়েছেন। ফলে তাঁর বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন থাকছে।"

রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে

● **আটের পাতার পর** জয়ী হয়ে বহু প্রার্থী আর বাড়ি ফিরতে পারে নি। পথেই তাদের হুমকি পেয়ে সোজা পার্টি অফিসে আশ্রয় নিয়েছে। ইতিমধ্যেই বীরভূমের সীমান্তের ঝাড়খণ্ডের একাধিক জেলা পার্টি অফিসে রযেছে বিজেপির জয়ী প্রার্থী রা।বিজেপি নেতারা ভয়ে ঝাড়খণ্ডের কোথায় রেখেছে তাপ্রকাশ্যে আনছে না। কারন হিসেবে তাদের দাবি, জায়গা বললে সেখানেও পৌঁছে যেতে পারে তৃণমূল।ভোটের আগেও বহু প্রার্থী প্রচার করতে পারে নি শাসক সন্ত্রাসে। তখনও পার্টি অফিসে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এখন ভোটে জিতেও আশ্রয় নিতে হল অন্য রাজ্যে। জেলা বিজেপির সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, 'শাসক দলের লাগাম ছাড়া হুমকি, চাপ অপহরনের আশঙ্কায় আমাদের বহু জয়ী প্রার্থী কে অন্য রাজ্যে পাঠাতে বাধ্য হয়েছি। দল তাদের আশ্রয় দিয়েছে।'

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসক দল। দলের জেলা সহ সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা এই ধরনের নোংরা রাজনীতি তে বিশ্বাসী নই। আমারা জেলা পরিষদ। ১৯ টা পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা ১৬০ পঞ্চায়েত দখল করেছি। কেন কটা বিজেপি লোক কে দলে টানতে যাব। আসলে ওরাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে সামিল হতে চাইছে। তাই বিজেপি জোর করে আটকে রাখছে।'

অনাথ রাজদীপ

● **প্রথম পাতার পর** মা-বাবার কাছে বললেও তারা নিতে নারাজ।তাই বাচ্চার ভবিষ্যতের জন্য অনাথ আশ্রমে বাচ্চাকে দিয়ে দিচ্ছেন তার দিদা শিখা দেব। এখন সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে কেন বাচ্চাকে নিতে অস্বীকার করছে তার মা ও তার বাবা। প্রশাসন কি তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেবে না।

রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়

● **প্রথম পাতার পর** ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি সরকার যেন এই বিদ্যালয়ের সমস্ত সমস্যাগুলি সমাধানে এগিয়ে আসে।

জয়নগরে ফের চুরি

● **প্রথম পাতার পর** নগর থানায়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ এবং একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেন।। বাড়ির মালিক নির্মল দাস জানান খালিবাড়ি থাকার কারণে চোরের দল প্রথমে তার বাড়ির গেট ভেঙ্গে বাড়িতে প্রবেশ করে।। তারপর ঘরের দরজা ভেঙে ঘরেতে প্রবেশ করে এবং ঘরে থাকা একটি বাইসাইকেল ,গ্যাস সিলিন্ডার, স্বর্ণ অলংকার সহ ঘরে থাকা ৫০ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যায়।। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে নির্মল দাস কান্নায় ভেঙে পড়েন।। তার জীবনে জমানো স্বর্ণালংকার চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।।

এক টেবিলে

● **প্রথম পাতার পর** সোরেন, বিচ্ছিন্ন এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ার, সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব, সিপিআই (এম) নেতা সীতারাম ইয়েচুরি, সিপিআই নেতা ডি রাজা সহ অন্যান্য ছোট দলের নেতৃত্বরা। যাইহোক, বিএসপি প্রধান মায়াবতী বিরোধী জোটকে সরাসরি সহমত প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। তিনি হয়তো সভায় যোগ দেবেন না।

উদ্দেশ্যে বার্তা প্রদ্যোতের

● **প্রথম পাতার পর** নিতে হবে না। আঞ্চলিক দলের পার্টি অফিস না থাকলে কি হয় তা আইপিএফটি একেই সেই শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে। তাই পার্টি অফিস তৈরি করতে হবে খুব দ্রুত। তবে তিনি সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন দলের ঐক্য বজায় রাখার উপর। ভাষা সমস্যা দেখা দিলে তার নিজেদের মধ্যেই বসে ঠিক করে নিতে হবে। এ বিষয়টিও দেখবে তিপ্রাসারাই। বাইরের লোক দিয়ে কমিটি করে এই সমস্যার সমাধান হবে না। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন কোন ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে দল আপোষ করবে না। এর জন্য কেউ যদি দল ছেড়ে যেতে চায় যেতে পারে। এডিসির অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে এই অভিযোগ এনে প্রদ্যুৎ প্রশ্ন তুললেন ৩৫ শতাংশ জনজাতির জন্য মাত্র দুই শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করেছে বাজেটে। আর ৬৫ শতাংশ মানুষের জন্য ৭৮ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ রেখেছে বাজেট। এর নামই কি সবকা সাথ সবকা বিকাশ? তার অভিযোগ এটা উন্নতি নয় ডিসক্রিমিনেশন। তবে তিনি গর্বিত বিধানসভায় তার এম এল এরা যেভাবে রাজ্যের উন্নয়নসহ জনজাতিদের অধিকার রক্ষা দাবীতে আওয়াজ তুলেছেন।

বরপেটায় নৌকাডুবি, নিখোঁজ এক

বরপেটা (অসম), ১৬ জুলাই (হি.স.) : বরপেটা জেলার বুক চিরে প্রবাহিত জলজলি নদীতে সংঘটিত নৌকাডুবিতে জনৈক ব্যক্তি নিখোঁজ হয়ে গেছেন। নৌকা থেকে পড়ে নিখোঁজ ব্যক্তিকে ৫৫ বছর বয়সি মহম্মদ আলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

ঘটনা শনিবার রাত প্রায় দশটা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানান, রাত প্রায় দশটা নাগাদ আরও দু-তিনজনের সঙ্গে নৌকায় চড়ে নগরবেরা থেকে মাজরচরে যাচ্ছিলেন মহম্মদ আলি। কিন্তু মাঝ নদীতে আচমকা নৌকাটি উল্টে গেলে জলে পড়ে যান সব যাত্রী। বাকিরা কোনওভাবে নিজেদের রক্ষা করে পাড়ে উঠতে সক্ষম হলেও তলিয়ে যান মহম্মদ আলি।

স্থানীয়দের সহায়তা তাঁর সহযাত্রীরা মহম্মদ আলিকে উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সন্ধান পাননি তাঁরা। ঘটনার খবর পেয়ে আজ সকাল থেকে এসডিআরএফ-এর দল গিয়ে নিখোঁজ মহমদ আলিকে উদ্ধার করতে অভিযান চালিয়েছে।

কামড়ে মৃত্যু শিশুর

● **আটের পাতার পর** মাও। সাপের কামড়ের পর সাথে সাথে সাথে হাসপাতালে না এসে ওঝা গুণিনের কাছে গিয়ে সময় নষ্ট করেন তাঁরা। একেবারে শেষ মুহূর্তে রবিবার সকালে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে সাপে কামড়ানো রোগীদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে সেখানেই মৃত্যু হয় হালিমার। অন্যদিকে রেশমার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেলিমা বলেন, " ঘুমের মধ্যেই মেয়েরা কেঁদে ওঠে। আলো জ্বালিয়ে দেখি বিছানায় সাপ। সেটাকে সরাতে গেলে আমাকেও কামড়িয়ে দেয়। এরপর সাপটা মেরে ফেলি। কিন্তু হাসপাতালে না এসে আগে এলাকার এক ওঝার কাছে গেছিলাম। তাই অনেক দেরি হয়ে গেল।" ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সাপেকাটা রোগীদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমরেন্দ্র নাথ রায় বলেন, " আবারও প্রমানিত হল সাপে কামড়ানোর পর সময় নষ্ট করলে কি ক্ষতি হতে পারে। ওঝার কাছে গিয়ে সময় নষ্ট না করলে এই মৃত্যু হয়তো এড়ানো যেত।"

প্রেমে ভাঙলো সংসার

● **প্রথম পাতার পর** করেছিল। কিন্তু মৌসুমী দেবনাথ তার নাগরকে ভুলে যেতে কোনভাবেই রাজি ছিল না। তাদের ঘরে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু তারপরেও মৌসুমী দেবনাথ তার এই সুন্দর সংসারের কথা কোন চিন্তা করেনি। অবশেষে গত তিন বছর আগে আচমকা মৌসুমী দেবনাথ তার স্বামীর ঘর ছেড়ে বাবার বাড়িতে চলে যায়। মৌসুমী দেবনাথ এর চিন্তা ভাবনা ছিল তার স্বামী পিন্টু দেবনাথকে ছেড়ে তার নাগরকে নিয়ে ঘর সংসার করে সুখে থাকবে। পিন্টু দেবনাথ তার স্ত্রী কন্যাকে ফিরিয়ে আনতে অনেকবার গিয়েছিল।কিন্তু বারবার অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। মৌসুমী দেবনাথ তার নাগরের সাথে এমন ভাবেই ছবি তুলেছে যা দেখলে মনে হয় সেই নাগরই তার প্রকৃত স্বামী। স্ত্রী সন্তানকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে পিন্টু দেবনাথ আগরতলা স্থিত ফ্যামিলি কাউন্সিলিং সেন্টারে অভিযোগ জানায়। কিন্তু মৌসুমী দেবনাথ সাফ বলে দেয় সে তার স্বামীর ঘরে ফিরে যাবে না। তার স্বামী পিন্টু দেবনাথ এর কাছ থেকে ডিভোর্স এর দাবি করেছে।এদিকে পিন্টু দেবনাথ তার স্ত্রী এবং সন্তানকে কোনভাবেই ছাড়তে রাজি ছিল না। যার ফলে পিন্টু দেবনাথ ডিভোর্স দেবে না বলে জানিয়ে দেয়। এদিকে নিজের স্বামীর সন্তান থাকা সত্ত্বেও মৌসুমী দেবনাথ অন্য এক ছেলের সাথে সর্বত্র ঘোরাফেরা করে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ পিন্টু দেবনাথ এর। বর্তমানে পিন্টু দেবনাথের বাড়িতে তার বৃদ্ধ মা ছাড়া আর কেউ নেই। গোটা বাড়িতেই যেন পিন্টু দেবনাথ তার স্ত্রীকে নিয়ে সাজানো সুন্দর সংসারের স্মৃতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। পিন্টু দেবনাথ অনবরত কেদেই যাচ্ছে তার স্ত্রী এবং সন্তানের জন্য। পিন্টু দেবনাথ জানিয়েছে এত কিছুর পরেও সবকিছু ভুলে গিয়ে সে তার স্ত্রী এবং সন্তানকে পুনরায় বাড়ি ফিরিয়ে আনতে চায়। পিন্টু দেবনাথ জানিয়েছেন পরকীয়া জিনিসটা যে এত বিষাক্ত হবে তার আগে কখনো জানা ছিল না। এখনো পিন্টু দেবনাথ তার স্ত্রী এবং সন্তান ফিরে আসার অপেক্ষায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

● **প্রথম পাতার পর** ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে আইন কমিশনের গৃহীত রেফারেন্স স্বাগত জানিয়েছে। সংবিধানের কয়েকটি ধারার বিষয়েও ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। বলেন, এসটি সম্প্রদায়ের সাথে কিছু বাধ্যবাধকতা ধার্য করে দেওয়া হয়েছে। তাই এ সব কথা মাথায় রেখেই ইউসিসি লাগু করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ নাগাল্যান্ডে কখনও কেন্দ্রীয় আইন চালু করা যাবে না, যতক্ষণ সেখানকার বিধানসভা সমর্থন করবে না। এ ধরনের সকল বাধ্যবাধকতা মেনে যে সকল বিষয়ে সহমত হওয়া যাবে সম্মানপূর্বক সেই সব বিষয় নিয়ে ইউসিসি তৈরি করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন অলোক কুমার।

বিশ্বহিন্দু পরিষদের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ক্ষেত্র সংগঠনমন্ত্রী দীনেশ তেওয়ারি, দক্ষিণপূর্ব প্রান্ত সভাপতি শান্তনু নায়েককে পাশে নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অলোক কুমার জানান, দুদিবসীয় যোজনা বৈঠকে মণিপুরে সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। প্রথম প্রায়োরিটি হলো সেখানে শান্তি ফিরিয়ে আনা। আজও তিনশোর বেশি শিবিরে রয়েছেন ওই অঞ্চলের স্থানীয় বাসিন্দারা। সে সব বাসিন্দারা রোজগার করতে পারছেন না, তাঁদের সন্তানরাও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই সেখানে শান্তির পরিবেশে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে হবে যাতে তাঁরা নিজেদের গৃহ তৈরি করে স্বাচ্ছ্য জীবনযাপন করতে পারেন।

তিনি জানান, বিশ্বহিন্দু পরিষদের কর্মকর্তারা মণিপুরের ত্রাণ শিবিরগুলোতে গিয়ে সেবা প্রদান করছেন। তাছাড়া যে সকল মন্দির ভাঙা হয়েছে, দেশের সমগ্র হিন্দু সংগঠনকে নিয়ে সেই সব মন্দির পুনঃ নির্মাণ করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। আফিঙের চাষাবাদ বন্ধ করা এবং মাদক ব্যবসা বন্ধ করার দাবি উঠেছে যোজনা বৈঠকে, জানান অলোক কুমার।

অলোক কুমার বলেন, ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের জনসংখ্যা ছিল ৫ শতাংশের কম। ২০০১ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৫ শতাংশ। এভাবে দিন দিন বেড়ে চলেছে খ্রিষ্টানদের জনসংখ্যা। খেদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, আদতে তাঁরা খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোকই নন। ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিষ্টান হয়েছেন। খ্রিষ্টান মিশনারিরা বিনামূল্যে পড়াশোনা, চাকরি সহ নানা প্রলোভন দেখিয়ে সহজ-সরল হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করছে। তাই ধর্মান্তরণ রোধ করতে কড়া আইন প্রণয়ন করার পাশাপাশি সনাতন ধর্মাবলম্বী ছেলেমেয়েদের সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য আহ্বান জানান অলোক কুমার।

তিনি জানান, হিন্দু সমাজে বিশ্বাস জাগানোর জন্য বজরং দল আগামী ৩১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত দেশ ব্যাপী শৌর্য রথ যাত্রা বের করবে। এতে হিন্দু যুবকরা জেগে উঠবে। সাথে সমাজে বার্তা যাবে যে হিন্দু সমাজ সংগঠিত ও শক্তিশালী রয়েছে। যারা হিন্দুদের প্রলোভন দেখিয়ে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন, তাদের কাছেও একটা বার্তা যাবে যে, ধর্মান্তরণ করা আর সহজ ব্যাপার নয়। তাছাড়া ওই সময়কালে সাধুসন্তরা পদযাত্রা করবেন বলে জানান তিনি।

অলোক কুমার জানান, ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে ভগবান শ্রীরাম জন্মভূমি অযোধ্যায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে। এতে সমগ্র এলাকার কুয়ো, পুকুর ইত্যাদি থেকে ২০০ মিলিলিটার পরিমাণ করে জল পাঠানো হবে। সেই জল সহ দেশের অন্যান্য স্থানের জল দিয়ে ভগবান রামের অভিষেক করা হবে।

রবিবার বিকেল চারটায় গুজরাট বটদ্রবা জ্ঞান আশ্রমের মঠাধ্যক্ষ ১০৮-তম বিবেকানন্দ সরস্বতী মহারাজ এবং চিত্ত মহারাজ বৌদ্ধিক প্রদান করেন। দুদিন ব্যাপী দক্ষিণপূর্ব প্রান্ত যোজনা বৈঠকে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দক্ষিণ অসম প্রান্ত সংঘচালক জ্যোৎস্নাময় চক্রবর্তী, মাতৃশক্তি কেন্দ্রীয় সংযোজিকা মীনাক্ষী তাই, দক্ষিণপূর্ব প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল, সম্পাদক স্বপন শুক্লবৈদ্য, ত্রিপুরা উপ-প্রান্ত সংগঠনমন্ত্রী মহেন্দ্র পাল সিং, উপ-প্রান্ত সম্পাদক শঙ্কর রায় প্রমুখ। যোজনা বৈঠকে দক্ষিণপূর্ব প্রান্তের অন্তর্গত ত্রিপুরা উপ-প্রান্ত, মণিপুর উপ-প্রান্ত, মিজোরাম উপ-প্রান্ত, দক্ষিণপূর্ব প্রান্ত প্রচার ও প্রসার প্রমুখ শমীন্দ্র পাল এবং অসমের বরাক উপত্যকার তিন সহ ডিমা হাসাও জেলার কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

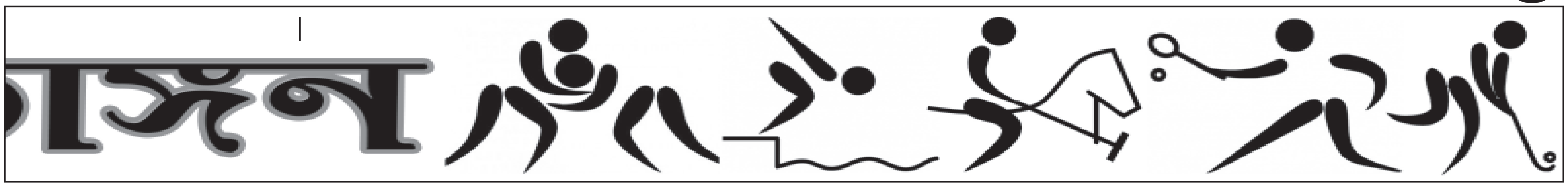

আন্ত: মহকুমা প্রাইজমানি ফুটবল আসরে আগরতলা প্রেসক্লাব সেরা, রানার্স ধর্মনগর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। আন্ত: মহকুমা প্রেসক্লাব ফুটবলে আয়োজক আগরতলা প্রেসক্লাব-ই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার্স খেতাব পেয়েছে ধর্মনগর প্রেসক্লাব টিম। কোয়ার্টার ফাইনালে ধর্মনগর প্রেসক্লাব টিম ২-০ গোলে বিলোনিয়া প্রেসক্লাব টিমকে পরাজিত করে এবং সেমিফাইনালে খুমুলুঙ প্রেসক্লাব-বি টিমকে এক-শূন্য গোলে পরাজিত করে ফাইনালে উন্নীত হয়েছিল। অপরদিকে আগরতলা প্রেসক্লাব টিম কোয়ার্টার ফাইনালে বাই পেলেও সেমিফাইনালে ২-০ গোলে খুমুলুঙ প্রেসক্লাব-এ টিমকে পরাজিত করে ফাইনালের ছাড়পত্র পায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ ফাইনাল ম্যাচ নির্ধারিত সময়ের খেলা গোলশূন্য ড্র-তে শেষ হলে টাইব্রেকারে পেনাল্টি শুট আউটে আগরতলা প্রেসক্লাব টিম ২-১ গোলে ধর্মনগর প্রেসক্লাব টিমকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি পেয়েছে।

খেলা শেষে এক বিশেষ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে সুদৃশ্য ট্রফি, প্রাইজমানি ও পদক প্রদানের পাশাপাশি মাঠে ক্রীড়া নৈপুণ্যের জন্য ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট হিসেবে ধর্মনগর প্রেস ক্লাবের রাহুল গোস্বামী, সেরা গোলরক্ষক: আগরতলা প্রেস ক্লাবের সুমন সাহা, সেরা স্ট্রাইকার: খুমুলুঙ প্রেসক্লাবের কৃষানু দেববর্মা, সেরা মিডফিল্ডার: বিলোনিয়া প্রেসক্লাবের নিহার রঞ্জন সাহা, সেরা ডিফেন্ডার: আগরতলা প্রেসক্লাবের সুজিত ঘোষকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত স্পন্সরর রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির কর্ণধার নারায়ণ দেবনাথ, ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রদীপ কুমার সাহা, সচিব সঞ্জীব সাহা, প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি সৈয়দ সাজ্জাদ আলী, স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ, প্রেসক্লাব সচিব রমাকান্ত দে, যুগ্ম সচিব তথা স্পোর্টস কমিটির কনভেনার অভিষেক দে, যুগ্ম সচিব কমল চৌধুরী প্রমূখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সকালে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রাক্তন কোচ বিমল কুমার রায় চৌধুরী। পৌরহিত্য করেন প্রেসক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য। এছাড়া স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান, প্রেসক্লাব সচিব প্রমূখ দুই দলের খেলোয়ারদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং বল-এ কিক মেরে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন রায়, কার্যকরী কমিটির সদস্য অভিষেক দেববর্মা, মিহির শীল, মনীষ লোধ সহ স্পোর্টস কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি খোকন সাহা, সুকান্ত দত্ত, পিন্টু চাকমা ও হরি শর্মা। ধারাভাষ্যকার এবং টুর্নামেন্ট পরিচালনায় ছিলেন সিনিয়র স্পোর্টস জার্নালিস্ট সুপ্রভাত দেবনাথ।

পুরানো জেল মাঠ তথা অধুনা ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মাঠে আয়োজিত আন্ত: মহকুমা প্রেসক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের কর্মকান্ড সেরে আগরতলা প্রেসক্লাব টিম চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় অধিনায়ক সন্তোষ গোপ প্রত্যেক খেলোয়াড়দের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এদিকে টুর্নামেন্ট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় স্পনসরর ও কো-স্পন্সরের ভূমিকায় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, পারুল প্রকাশনী, ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন, ত্রিপুরা রেফারিজ এসোসিয়েশন, ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশন, লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার, ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে স্পোর্টস কমিটির কনভেনার অভিষেক দে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

কাভেরাপ্পা, কৌশিক, কিশোরের বোলিংয়ে দলীপ ট্রফি দক্ষিণাঞ্চলের ঘরে

দক্ষিণাঞ্চল: ২১৩, ২৩০. পশ্চিমাঞ্চল:১৪৬, ২২২.

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। কর্তৃত্বপূর্ন জয় পেয়েছে দক্ষিণাঞ্চল। কাভেরাপ্পার পর কৌশিক ও রাই কিশোরের সাঁড়াশি বোলিংয়ে পশ্চিমাঞ্চলকে হারিয়ে দলীপ ট্রফি এখন দক্ষিণাঞ্চলের ঘরে। এ নিয়ে ১৪ বার চ্যাম্পিয়নের খেতাব পেয়েছে দক্ষিণাঞ্চল। দলীপ ট্রফির ফাইনাল ম্যাচের পঞ্চম তথা অন্তিম দিন বেশ জমজমাট পর্যায়ে শেষ হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল, সম্ভাবনা ছিল দুই দলেরই।

দলীপ ট্রফিতে খ্যাতনামা তথা ১৮ বারের ট্রফি বিজয়ী পশ্চিমাঞ্চলের সামনে জয়ের জন্য আজ রবিবার শেষ দিনে যখন আরো ১১৬ রানের প্রয়োজন ছিল, তখন মাত্র ৪০ রান সংগ্রহ করতেই অবশিষ্ট ৫ উইকেটের পতন ঘটে যায়।

৭৫ রানে সরাসরি জয় ছিনিয়ে চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে দক্ষিণাঞ্চল। বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে দলীপ ট্রফির ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ২১৩ রান সংগ্রহের পর পশ্চিমাঞ্চল তাদের প্রথম ইনিংস ১৪৬ রানে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

৬৭ রানে লিভ নিয়ে দক্ষিণাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে শেষ পর্যন্ত ২৩০ রান সংগ্রহ করে। ২৯৮ রানের টার্গেটে খেলা শুরু করে পশ্চিমাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংসে শনিবার চতুর্থ দিনের খেলা শেষে ৬২.৩ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৮২ রান সংগ্রহ করেছিল। অধিনায়ক পাঞ্চাল যথেষ্ট দায়িত্বের সঙ্গে ব্যাট চালালেও ৯৫ রানে কাবেরাপ্পার শিকার হয়ে পেভেলিয়নে ফিরতেই পশ্চিমাঞ্চল প্রমাদ গুনতে থাকে। অবশেষে পশ্চিমাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংস ২২২ রানে শেষ হয়। দক্ষিণাঞ্চলের কৌশিক ও সাই কিশোর চারটি করে উইকেট পেয়েছে।

বি-ডিভিশন : ব্লাডমাউথ - নাইন বুলেটস-এর ম্যাচ ড্র-তে নিষ্পত্তি

ব্লাড মাউথ: ১(দেবরাজ) নাইন বুলেটস: ১(কাউচাঙ)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। ফের ড্র-তে নিষ্পত্তি বি-ডিভিশন লিগ ফুটবলের ম্যাচ। হাইভোল্টেজ ম্যাচ ছিল ব্লাড মাউথ ক্লাব বনাম নাইন বুলেটস-এর মধ্যে। দর্শকাগমনও হয়েছিল অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু বেশি। ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে ঠিকই, তবে খেলায় খেলোয়ারদের অসদাচরণ দর্শকদের মনোরঞ্জনে একাধিকবার ব্যাঘাত তৈরি করেছে। খেলার দুই অর্ধে দুই দলের পাঁচজনকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেছেন বৈকি, ব্লাড মাউথ বনাম নাইন বুলেটস-এর ডার্বি ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র-তে নিষ্পত্তি হওয়ায় আখেরে কিছুটা লাভবান হয়েছে কল্যাণ সমিতি। কেননা কল্যান সমিতি যেখানে টানা তিন ম্যাচে জয় ছিনিয়ে এককভাবে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে অপরদিকে ব্লাড মাউথ এবং নাইন বুলেটস দুদলই নিজেদের তৃতীয় ম্যাচ ড্র-তে নিষ্পত্তি করে এক-এক করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়ে তালিকায় যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে অবস্থান করতে হচ্ছে। নিজেদের তিন ম্যাচের শেষে দুদলের পয়েন্ট সম সংখ্যক ৭ করে হলেও গোল ব্যবধানের নিরিখে নাইন বুলেটস এক ধাপ এগিয়ে। রবিবার বিকেলে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত বি-ডিভিশন লিগ ফুটবলের ১১ তম ম্যাচের দুই অর্ধে দুই দলের একটি করে গোলে শেষ পর্যন্ত ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। প্রথমার্ধের শেষ সময়ে দেবরাজ জমাতিয়ার গোলে ব্লাড মাউথ ১-০ তে লিড নেয়।

তবে দীর্ঘক্ষন আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে খেলা গোলশূন্য অবস্থায় সমতা বিরাজ করছিল। একদিকে ব্লাডমাউথের ছেলেরা গোল ব্যবধান বাড়ানোর চেষ্টা চালায়, অপরদিকে নাইন বুলেটসও প্রয়াস জারি রাখে গোলটি শোধ করে ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে আনার জন্য। খেলার ৬৫ মিনিটের মাথায় নাইন বুলেটস-এর কাউচাঙ জমাতিয়া গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। অতঃপর দুই দলের মধ্যে পরস্পর বিরোধী আক্রমণ প্রতি আক্রমণ পরিলক্ষিত হলেও কার্যত তৃতীয় গোলের সন্ধান কেউ দিতে পারেনি। উপরন্তু নাইন বুলেটস-এর রাজিব সাধন, শান্তা জয়, প্রতাপ সিং এবং ব্লাড মাউথের বীর নারায়ন এবং মিঠুনকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি তাপস দেবনাথ, অভিজিৎ দাস, কার্তিক দাস ও আদিত্য দেববর্মা। দিনের খেলা ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল বনাম নবোদয় সংঘ, বিকেল চারটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

আমবাসায় ক্রিকেট : ভেনাস ক্লাবকে হারিয়ে দ্বিমুকুট জয় যুবসমাজের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। প্রত্যাশিতভাবেই দ্বিমুকুট জয় করলো যুব সমাজ ক্লাব। রবিবার ফাইনালে যুবসমাজ ক্লাব ২২ রানে পরাজিত করলো ভেনাস ক্লাবকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র টি-২০ ক্রিকেটে। দশমীঘাট মাঠে রবিবার ফাইনালে শুভজিৎ পাল-এর অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে খেতাব জয় করে যুবসমাজ ক্লাব। রবিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে যুব সমাজ ক্লাব নির্ধারিত ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৬৫ রান করে। দলের পক্ষে রাহুল পাল ৫৬ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৩ (অপ:), শুভজিৎ পাল ২৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৪ এবং মণিষ রুদ্র পাল ২২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১২ রান। ভেনাস ক্লাবের পক্ষে দেবাশিষ দেবনাথ ৪৬ রান দিয়ে ২ টি উইকেট পেয়েছেন। জবাবে খেলতে নেমে শুভজিৎ পালের দুরন্ত বোলিংয়ে ১৪৩ রানে গুটিয়ে যায় ভেনাস ক্লাব। দলের পক্ষে ওপেনার রূপন্ত দাস ৫০ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ৬ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭১, সুহাস দেব ১২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২০, দেবাশিষ দেবনাথ ১৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করেন। যুবসমাজ ক্লাবের পক্ষে শুভজিৎ পাল ১৬ রান দিয়ে ৪ টি, দলনায়ক সাগর দেব ৩৫ রান দিয়ে ৩ টি এবং রাহুল পাল ২৬ রান দিয়ে ২ টি উইকেট পেয়েছেন।

ফাইনাল ম্যাচের সেরা বিজয়ী দলের শুভজিৎ পাল, সেরা ব্যাটসম্যান মণিশ, সেরা বোলার প্রাণতোষ পাল এবং আসরের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেনসাগর দেব। খেলা শেষে মাঠেই হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। প্রসঙ্গত; এর আগে সিনিয়র আসরেও সেরা হয়েছে যুব সমাজ ক্লাব।

ভেটারেনস ফুটবলার্স অ্যাসোর বৈঠকে মৌসুমী ওড়াং সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। রবিবার দুপুরে ভেটারেন্স ফুটবলার্স এসোসিয়েশন এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এতে আগামী দিনের বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করার পাশাপাশি মহিলা ফুটবলার মৌসুমী উড়াং কে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, মৌসুমী ওড়াং কৈলাশহর মহকুমার মনু ভ্যালি চা বাগান এলাকার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে আসা একজন প্রতিভাময়ী ফুটবল খেলোয়াড়। বিগত মহিলা লীগ ফুটবলে কোচ সুজিত ঘোষের তত্ত্বাবধানে মৌসুমী মহিলা লীগে সবার নজর কাড়ে। সে অনূর্ধ ১৯ ত্রিপুরা দলের হয়ে খেলায় অংশগ্রহণ করে।

মৌসুমী এই বছর উড়িষ্যায় অনুষ্ঠিত জনজাতি খেলায়ও ত্রিপুরা দলের হয়ে অংশগ্রহণ করে এবং বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। বর্তমানে মৌসুমী ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক ক্লাবের হয়ে মহিলা লিগ ফুটবল খেলছে।

পূজোর আগেই রাজ্যভিত্তিক খো-খো প্রতিযোগিতা আয়োজনের সিদ্ধান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। পূজোর আগেই হবে রাজ্য খো খো প্রতিযোগিতা। রবিবার নবগঠিত রাজ্য খো খো সংস্থার কার্যকরি কমিটির সভায় ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক প্রশিক্ষম কেন্দ্রের মিলনায়তনে রবিবার হয় সভা। সংস্থার সভাপতি বিদ্যুৎ দেববর্মার সভাপতিত্বে। এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি স্বপন সাহা, ত্রিপুরা স্পোর্টস সেল-এর প্রভারী কমল দে এবং ত্রিপুরা খোখো অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য সদস্য সদস্যরা।

আলোচনার সিদ্ধান্ত হয় আটটি জেলায় খো খো প্রতিযোগিতার জন্য জেলা ভিত্তিক আসর পরিচালনা করা হবে, জেলাভিত্তিক আসর শেষ হলে রাজ্যভিত্তিক আসরের প্রস্তুতি নেওয়া হবে, কমিটির কাজের সুবিধার্থে তিনটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে: টেকনিক্যাল সাব কমিটি, রেফারি বোর্ড সাব কমিটি এবং কোচিং ও সিলেকশন সাব কমিটি। এর আহ্বায়ক হয়েছেন যথাক্রমে আশু রঞ্জন, চন্দন সুর এবং সুব্রত পাল। রাজ্য খো খো সংস্থার সম্পাদিক মিনতি পাল এ খবর জানিয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

সোনামুড়া-বিশালগড় ভায়া বক্সনগর রাস্তার বেহাল দশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। সোনামুড়া - বিশালগড় ভায়া বক্সনগরের রাস্তাটির বেহাল অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে।সংস্কারের উদ্যোগ নেই দপ্তরের।বক্সনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত বক্সনগর,সোনামুড়া ও বিশালগড় যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটি দীর্ঘদিন যাবত বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকলেও স্থানীয় নেতা বিধায়ক সহ কারোর কোন হেলদোল নেই।এই রাস্তা দিয়ে প্রত্যেকদিন শত শত মানুষ চলাফেরা করে।।এই রাস্তার বেহাল দশার কারণে বিভিন্ন সময় গাড়ি ও বাইক দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে।এই রাস্তাটির বেহাল দশা নিয়ে গাড়ি চালক থেকে শুরু করে পথ চলতি সাধারণ মানুষ এবং বিধানসভার বিধায়কদের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হলো। এক চালক বলেন বক্সনগর বিশালগড় রাস্তার খুবই বেহাল পরিস্থিতি।একটু বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়, গর্তের মধ্যে পড়ে গাড়ির পার্স নষ্ট হয় এবং ভেঙেচুরে যায়, গর্তে পড়ে দুর্ঘটনাও ঘটে, চলাচলের অনুউপযোগী এই রাস্তা।।রাস্তা চলাচলের যাত্রীরা জানান এই রাস্তার অবস্থা খুব খুবই খারাপ। বাড়ি থেকে বের হওয়া যায় না বৃষ্টি আসলে জল জমে থাকে। সংস্কারের কোন উদোগ নেই।বাইক যানবাহন চলাচল করতে খুবই কষ্ট।এই বেহাল রাস্তাটি নিয়ে বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুশান্ত দেবের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে বিশালগড় বক্সনগর রাস্তা সম্পর্কে তিনি সংবাদমাধ্যমের নিকট বলেন বিশালগড় নিচের বাজার হইতে বক্সনগর যাওয়ার পথে চেলিখলা এলাকা পর্যন্ত রাস্তাটির ৯০ শতাংশ অবস্থা খুবই খারাপ, তিনি অকপটে স্বীকার করেন। পাশাপাশি উনি এও বলেন, সেই রাস্তাটি দ্রুততার সহিত কাজ হবে, টেন্ডার হয়ে গেছে।সরকার উদ্যোগ নিয়েছে যত সম্ভব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে।১ কোটি ৯৮ লাখ টাকা কাজের ওর্ডার দেওয়া হয়েছে। বিশালগড় নিচের বাজার হইতে চেলিখলা পর্যন্ত রাস্তার বেহাল অবস্থা সমাধান হবে এবং মানুষের সমস্যা সমাধান দূর হবে ,সাধারণ জনগণের মুখে হাসি ফুটবে। কাজও দ্রুত গতিতে করা হবে। এই রাস্তাটির বেহাল অবস্থা নিয়ে বক্সনগর বিধানসভার বিধায়ক সামসুল হক বলেন ,গত দুমাস পূর্বে বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের অফিসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের নেতৃত্বে এক উন্নয়নমূলক জরুরী মিটিং হয়।যেই খানে তুলে ধরা হয় বিশালগড় টু সোনামুড়া মোট ৪৫ কিলোমিটার রাস্তা বেহাল অবস্থার কথা। এটি একটি স্টেট হাইওয়ে রাস্তা।সেই রাস্তার খুবই খারাপ অবস্থা সেই ব্যাপার নিয়ে তিনি রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং বিধানসভা অধিবেশনে পয়েন্ট আউট নিয়ে দাবি করেন সোনামুড়া বক্সনগর বিশালগড় রাস্তাটি মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে কাজকর্ম হলে রাস্তাটি খুবই ভালো হবে বলে তিনি আশাবাদী এবং অনুরোধ করছেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা যাতে দ্রুততার সহিত কাজটি করেন জনগণের কল্যাণের জন্য।

রক্তদানের অনুভূতির কোনও তুলনা হয় না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। রক্তদান সম্পর্কে এখনও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। এই বাধা দূর করতে পারলে আগামীদিনে জরুরি প্রয়োজনে কখনোই রক্তের অভাব হবে না। আজ বিশালগড় মহকুমার গোকুলনগরের তপোবন আশ্রমে এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী তপোবন আশ্রমে একটি যাত্রীনিবাসেরও দ্বারোদঘাটন করেন। আশ্রমে মুখ্যমন্ত্রী এদিন পুজোও দেন। রক্তদান শিবির ও যাত্রীনিবাসের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আরও বলেন, রক্তদানের একটি আলাদা অনুভূতি রয়েছে, যার কোনও তুলনা হয় না। রক্তদানের ফলে মানুষের মধ্যে ভ্রাত'ত্ববোধ সৃষ্টি হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্তদানের ফলে মুমূর্ষু রোগীরা যেমন উপক'ত হন তেমনি রক্তদাতাগণও লাভবান হন। বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ৪২ হাজার ইউনিট রক্ত মজত রয়েছে, যা রাজ্যের প্রয়োজনের তুলনায় খানিকটা বেশি।
অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব, বিশালগড় প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ছন্দা দেববর্মা, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক, সিপাহীজলা জেলার পুলিশ সুপার বি রে- ও বিশালগড় মহকুমার মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস প্রমুখ। রক্তদান শিবিরে মোট ১১ জন রক্তদান করেন।

বিশালগড় মন্ডল সদস্যার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ জুলাই।। ১নং গৌতমনগর এলাকায় কিছুদিন পুর্বে অস্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হয় বিশালগড় মন্ডলের সদস্যা রুপা সাহার। রূপা সাহার মৃত্যুতে পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। রবিবার দুপুরে ১ নং গৌতমনগর এলাকায় রুপার বাসভবনে রুপার আত্মার শান্তি কামনায় অনুষ্ঠিত হয় যজ্ঞানুষ্ঠান। যজ্ঞানুষ্ঠান শেষে আনন্দ আশ্রম এর প্রবীণ আবাসিক বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের মধ্যে নতুন বস্ত্র বিতরণ করেন রুপা সাহার আত্মীয় পরিজনের। অনেক পুরানো নামকরা এই আনন্দ আশ্রমটি পরিচালনা করেন নব প্রান্তিক আশ্রম। রুপার মৃত্যুর পর রুপাকে শাঁখা সিঁদুর পরিয়ে বিয়ে করেন রুপার প্রেমিক মন সরকার।যেটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অনেক ভাইরাল হয়েছিল। রুপার মৃত্যু কে কোনভাবেই মেনে নিতে পারছে না মন সহ রুপার আত্মীয় স্বজনরা।তাই রুপার আত্মার শান্তি কামনায় গোশালা আশ্রমের মহারাজ এনে যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয়। যজ্ঞানুষ্ঠান শেষে এলাকাবাসী সহ আত্মীয় স্বজন দের মধ্যে প্রসাদের আয়োজন করেছেন মন সরকার।রুপা অনাথ শিশুদের খুব ভালোবাসত।প্রায় নিজের জন্মদিন অথবা মায়ের বাৎসরিক কাজের দিনে অনাথ আশ্রমের শিশুদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতো।
রবিবার মন সরকার অনাথ আশ্রমের শিশুদের আনতে না পেরে বৃদ্ধাশ্রমের বৃদ্ধাদের আহারের ব্যবস্থা করে তাদের মধ্যে নতুন বস্ত্র উপহার দেন। বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকরা নতুন বস্ত্র পেয়ে বেজায় খুশি। আবাসিকদের মুখে হাসি।

মোদীর কার্যকালের ৯ বছর পূর্তি নিয়ে সাইকেল র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকারের নয় বছর পূর্তি উপলক্ষে এবং রাজ্য সরকার জনমুখী বাজেট পেশ করার জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে কৈলাশহর বিজেপি মন্ডলের উদ্যোগে কৈলাশহরে এক সুবিশাল বাইকরেলি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত এই বাইক র‍্যালিটি কৈলাশহর আশ্রম স্কুলের মাঠ থেকে শুরু হয়ে কৈলাশহর থানা রোড টিলাবাজার বাবুরবাজার নুরপুরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কৈলাশহর বিজেপি জেলা কার্যালয় ভবনের সামনে এসে সমাপ্ত হয়। আজকের এই বাইক রেলিতে নেতৃত্ব দেন রাজ্য সরকারের মন্ত্রী টিঙ্কু রায় ঊনকোটি জেলা বিজেপির সভাপতি পবিত্র দেবনাথ কৈলাশহর বিজেপি মন্ডলের মন্ডল সভাপতি সিদ্ধার্থ দত্ত কৈলাশহর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিজেপি দলের অন্যতম নেতা মবস্বর আলী ঊনকোটি জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অরুন সাহা নারী নেত্রী মুক্তা পাল থেকে শুরু করে আরো অনেকে আজকের এই বাইক রেলীতে রেকর্ড সংখ্যক দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম

আগরতলায় বাইসাইকেল র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী সাইক্লিস্টদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে গত ১৪ জলাই রাজ্যের ৭৫টি সীমান্ত গ্রামে সূচনা হয়েছে '৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম' শীর্ষক কর্মসূচি। এ উপলক্ষে ৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ দুটি বাইসাইকেল র‍্যালি ধলাই জেলার জিওলছড়া থেকে এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বীরচন্দ্রমনু থেকে আজ সকালে আগরতলায় এসে পৌঁছায়। এই বাইসাইকেল র‍্যালি দুটি গতকাল সকালে ধলাই জেলার জিওলছড়া ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বীরচন্দ্রমনু থেকে যাত্রা শুরু করে। আজ সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বাইসাইকেল র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী সাইক্লিস্টদের তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে সংবর্ধনা 'াপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার বলেন, অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য রাজ্যের মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনাকে পুনরায় জাগ্রত করা। দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় সীমান্তবর্তী অ'লে বসবাসকারী জনগণের অবদান রয়েছে। তাই কর্মসূচিতে রাজ্যের ৭৫টি সীমান্ত গ্রামকে চিহ্নিত করে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।
এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, রাজ্যভিত্তিক সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুবত চক্রবর্তী, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এস বি নাথ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা রজত পন্থ ও রাজীব দত্ত, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভ-াচার্য প্রমুখ।
বাইসাইকেল র‍্যালি দুটিতে মোট ১৫০ জন সাইক্লিস্ট অংশগ্রহণ করেন। তাদের সকলকে অতিথিগণ রিসা ও মারক দিয়ে সংবর্ধিত করেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পর মনো' সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

শুভেন্দু অধিকারীর বিধায়ক পদ খারিজের দাবি পরেশের

ক্যানিং, ১৬ জুলাই (হি. স.) পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য জুড়ে যে অশান্তি হচ্ছে, খুন হচ্ছে তার পিছনে উস্কানি আছে শুভেন্দু অধিকারীর। বিরোধী দলনেতাই দায়ি এই খুনের জন্য। ক্যানিংয়ে এই ধরনের অশান্তি করতে এলে ক্যানিং বাসস্ট্যান্ড চত্বরে তাঁকে বেঁধে রাখার হুমকি দেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস। পাশাপাশি রাজ্য জুড়ে অশান্তি ছড়ানো, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কুরুচিকর কথা বলার জন্য তাঁর বিধায়ক পদও খারিজ হওয়া উচিৎ বলে মনে করেন পরেশ। রবিবার বিকেলে ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে ২১ শে জুলাই শহীদ দিবসের প্রস্তুতি সভার মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলনেতাকে বেনজির আক্রমণ করেন ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক।
এদিন পরেশ বলেন, "বারুইপুরের মানসিক হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে শুভেন্দুকে। যেভাবে পাগলা কুকুরের মতো ছুটছেন তাতে ওখানেই ঠাই হবে ওনার। বিজেপির পুরাতন কর্মীরাই ওনার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে চিঠি দিয়েছেন, তাই নিজের সংসার বাঁচান অন্যকে সমালোচনা করা ছাড়ুন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নখের যোগ্য নন শুভেন্দু।" তিনি এদিন আরও বলেন, " ওর মুখের যা ভাষা, যে জ্ঞান, নির্লজ্জ, অপদার্থ একটা লোক। নন্দীগ্রামে লোডশেডিং করে জিতেছিলেন। আপনাদের সামনে চ্যালেঞ্জ করছি, ক্ষমতা থাকলে শুভেন্দু ক্যানিংয়ে আসুন, এলাকায় অরাজকতা করুন, ক্যানিংয়ের মানুষকে ভুল বোঝান, মিথ্যা প্রচার করুন, আপনাকে ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডেই বেঁধে রাখবো। আপনাকে কেউই এখান থেকে ছাড়িয়ে মেদিনীপুরে নিয়ে যেতে পারবে না এত বড় কথা বললাম।"
নির্বাচনকে সামনে রেখে বারে বারে আদালতে গিয়েছেন শুভেন্দু। বারে বারে নির্বাচন কমিশনকে হেনস্থা করেছেন বলেও পরেশ এদিন বেঁধেন শুভেন্দুকে। পরেশ বলেন, "সারা রাজ্যের যেখানেই অশান্তি হচ্ছে সেখানে গিয়েই মানুষকে উস্কানি দিচ্ছেন তিনি। ওনার উস্কানির জন্যই রাজ্য জুড়ে এত খুন হচ্ছে। একটা অপদার্থ, মুখের ভাষা এত খারাপ, একজন মুখ্যমন্ত্রীকে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরাবেন বলছেন? আমি ওনার বিরুদ্ধে কোর্টে যাবো। তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করবো। স্পিকারের কাছে তাঁর বিধায়ক পদ খারিজের জন্য আবেদন করবো।"
শুভেন্দুর পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংসদ পদ খারিজের জন্য আবেদনকারী বিজেপির সাংসদ সৌমিত্র খাঁকেও এক হাত নেন পরেশ। তিনি বলেন, " নিজের ঘর সামলাতে পারে না, নিজের বউকে আটকাতে পারে না। সে নাকি আবার লোকসভার স্পিকারের কাছে চিঠি দিয়েছেন?। আগে নিজের সংসার সামলান, তারপর এসব করবেন।"

বিশ্ব সাপ দিবসের দিনেই সাপের কামড়ে মৃত্যু শিশুর

ক্যানিং, ১৬ জুলাই (হি. স.) রবিবার বিশ্ব সাপ দিবসের দিনেই ভোররাতে ঘুমন্ত অবস্থায় সাপের কামড়ের শিকার হল একই পরিবারের তিন সদস্য। মা সেলিমা সর্দার দুই সন্তান রেশমা(১২) ও হালিমাকে(৬) নিয়ে নিজের বাড়ির মাটির মেঝেতে ঘুমিয়েছিলেন। সেই সময় কালাচ সাপে কামড়ায় হালিমা ও রেশমাকে। সাপের হাত থেকে মেয়েদের বাঁচাতে গেলে কামড় খান
☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাসনাবাদে জেলের জালে উঠল ব্যালট পেপার

হাসনাবাদ, ১৬ জুলাই (হি.স.) : পঞ্চায়েত ভোটের এক সপ্তাহ পর পুকুর থেকে উদ্ধার হল ব্যালট পেপার। এবার জেলেদের জালে মাছের বদলে উঠল গুচ্ছ গুচ্ছ ব্যালট পেপার। এদিন এ ছবি দেখা গিয়েছে বসিরহাটের হাসনাবাদ ব্লকের পাটলিখানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাটলিখানপুর গ্রামে।
সূত্রের খবর, এদিন সকালে পাটলিখানপুর গ্রামের একটি পুকুরে মাছ ধরা হচ্ছিল। জলে জাল ফেলতেই তা মুহূর্তেই ভারী হয়ে ওঠে। সকলে ভাবেন মাছ পড়েছে। মাছ ভেবে ধীরে ধীরে জাল টেনে ডাঙায় তোলা হয়। কিন্তু, তারপরের দৃশ্য দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় সুবহান গাজী নামে এক জেলের। দেখা যায় তাঁর জালে মাছ নয়, জড়িয়ে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ ব্যালট পেপার। খবর চাউর হতেই ওই এলাকায় রীতিমতো ভিড় জমে যায়।
প্রসঙ্গত, ভোটের দিন এই এলাকায় ব্যাপক সন্ত্রাসের অভিযোগ উঠেছিল। শাসক থেকে বিরোধী, উভয় দলই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছিল। এবার সেই জায়গাতেই পুকুর থেকে ব্যালট পেপার উদ্ধার হওয়ায় তা নিয়ে শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে।
উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত ভোটের দিন দিকে দিকে পুড়েছিল ব্যালট পেপার, বুথ থেকে ছিনতাই হয়ে
☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এনএফ রেলের পণ্য আনলোডিঙে পঞ্জিয়ন বৃদ্ধি ৪.২৯ শতাংশ

গুয়াহাটি, ১৬ জুলাই (হি.স.) : অত্যাবশ্যক ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর সরবরাহ বহাল রাখতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত (এনএফ) রেলওয়ে আনলোডিঙের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে পঞ্জিয়ন বৃদ্ধি করছে। এ বছরের জুন মাসে ১, ০৪৬টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে। ২০২৩-এর জুন মাসে পূর্ববর্তী বর্ষের একই সময়ের তুলনায় ৪.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। ২০২৩-এর এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত চলতি অর্থবর্ষে ৩, ৩৮৩টি পণ্যবাহী রেক উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অধীনে আনলোড করা হয়েছে।
আজ রবিবার এ তথ্য দিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে। তিনি জানান, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এফসিআই চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য উপযোগী তেল, সার, সিমেন্ট, কয়লা, অটোমোবাইল, কনটেইনারের মতো পণ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী সংশ্লিষ্ট মাসে পরিবহণ করেছে এবং নিজস্ব অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন গুডস শেডে সেগুলি আনলোড করেছে।
চলতি বছরের জুন, এই সময়সীমার মধ্যে অসমে পণ্যবাহী ট্রেনের ৫৮৩টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩০৮টি রেকে অত্যাবশ্যক সামগ্রী লোড ছিল। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ৭৮টি রেক, নাগাল্যান্ডে ১৮টি রেক, মণিপুরে ৪টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে ১০টি রেক এবং মিজোরামে ছয়টি রেক আনলোড করা হয়। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট মাসে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৮৮টি পণ্য রেক ও বিহারে ১৫৯টি পণ্য রেক আনলোড করা হয়েছিল। তিনি জানান, অত্যাবশ্যক ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রী শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য নয়, পাশাপাশি সমগ্র অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে সক্রিয় রাখতেও নিয়মিত পরিবহণ করা হচ্ছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ সেকশনগুলিতে দ্বৈতকরণের কাজ দ্রুতগতিতে পরিচালনা করার ফলে পণ্যবাহী ট্রাফিকের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী চলাচলও বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাজনৈতিক হিংসা থামাতে সরকারের সর্বদল বৈঠক ডাকা উচিত

অর্জুন সিং

বারাকপুর, ১৬ জুলাই (হি.স.) : রাজনৈতিক হিংসা থামাতে সরকারের সর্বদল বৈঠক ডাকা উচিত। পরামর্শ ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিংয়ের। অর্জুন সিংয়ের কথায়, পুলিশ-প্রশাসনের একার পক্ষে এভাবে রাজনৈতিক হিংসা দমন করা সম্ভব নয়। এর জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের এগিয়ে আসা উচিত।
রবিবার ভাটপাড়ায় নিজের কার্যালয়ে বসে অর্জুন সিং বলেন, "ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে একে-৪৭ চলে, অটোমেটিক বন্দুক দিয়ে খুন হয়। আতিক আহমেদকে কীভাবে মারা হল, জীবাকে কীভাবে মারা হল। কোর্টের মধ্যে মারা হল। পশ্চিমবাংলায় এখনও সস্তার বোমা চলে। আওয়াজ করে মানুষকে ভয় দেখিয়ে দেওয়া। আর এই হিংসা আজ থেকে হচ্ছে নাকি? ১৯৫০ সালে আমার বাবার উপর বোমা চালিয়েছিল সিপিএম। আমার বাড়ির সামনে। বাংলায় শুরু থেকেই চলছে। পুলিশ তো বোমা উদ্ধারও করছে। পুলিশ কাজ করছে বলেই তো উদ্ধার করছে।"
একইসঙ্গে অর্জুন সিং বলেন, "শুধু প্রশাসনকে দোষ না দিয়ে, সমস্ত রাজনৈতিক দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আমার মনে হয়
☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিতেও আতঙ্কিত বীরভূমের বিজেপি প্রার্থীরা ঘর ছেড়ে ভিন রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে

সিউড়ি, ১৬ জুলাই (হি. স.) জিতেও আতঙ্কিত বীরভূমের বিজেপি প্রার্থীরা। ভোটের আগে সন্ত্রাসের কারণে বহু লড়াই করে জয় পেলেও শাসক দলের হুমকি ও চাপের কাছে বিদ্ধস্ত তারা। তাঁদের অভিযোগ, দলত্যাগ করিয়ে তাঁদের তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে জেলার পার্টি অফিসের পাশাপাশি ভিন রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে শতাধিক জয়ী প্রার্থী। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে শাসক দলের দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে সামিল হতে চাইছে সকলে।
ঘর ছেড়ে ভিন রাজ্যে আশ্রয় নিতে হওয়ার ঘটনায় দুশ্চিন্তায পরিবার। তাদের অপরাধ তারা বিজেপির টিকিটে জয়ী প্রার্থী। তথ্য বলছে বীরভূম জেলার ১৭৬ টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৭ টি দখল করেছে বিজেপি। এছাড়াও জেলা জুড়ে মহঃবাজার ব্লকের কাপিষ্ঠা, রামপুর।সিউড়ি ১ নং ব্লকের কড়িধ্যা, সাঁইথিয়া ব্লকের দেড়িয়া পুর। রামপুরহাট ১ ব্লকের কাষ্ঠ গড়া, মল্লারপুর, খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর। এছাড়াও বীরভূম জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত মিলে ৩৩৫ সীট পেযেছ। পাশাপাশি জেলার ১৯ টি পঞ্চায়েত সমিতির কোন টাই দখল করতে না পারলেও জেলা জুড়ে ৩৭ টি সীট পেয়েছ। এই সাড়ে তিন শোর উপর জয়ী প্রার্থীর সিংহভাগ প্রার্থী এখন ঘর ছাড়া। তাদের কেউ আশ্রয় নিয়েছে জেলার পার্টি অফিসে। কেউ বা ঝাড়খণ্ডের কোন জেলার গোপন ডেরাতে। কারন একটাই এদের বাড়ি বযে হুমকি আসছে। বিজেপির জয়ী প্রার্থী দের অভিযোগ, পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন তো দুরের কথা গ্রামে ফিরতে পারছি না। শাসকদলের লেঠেল বাহিনী ঘরে এসে তৃণমূলে যোগদানের জন্য চাপ দিচ্ছে। ' অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে।
☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবার বিজেপি'র যোগদান উপলক্ষ্যে আগরতলায় কর্পোরেটর রত্না দত্তের নেতৃত্বে এক র‍্যালি। ছবি- নিজস্ব

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।